ভারতীয় উপমহাদেশে ও বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন

পর্তুগিজ নাবিক **বার্থোলোমিউ দিয়াজ** ১৪৮৭ সালে **আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ** হয়ে ইউরোপ হতে পূর্বদিক আগমনের জলপথ আবিষ্কার করেন। সেই সূত্র ধরে ইউরোপ হতে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয় ১৪৯৮ সালে। পর্তুগিজ নাবিক **ভাস্কো-দা-গামা** এই জলপথ আবিষ্কার করেন। তিনি আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল ঘুরে ইউরোপ থেকে ভারতের **কালিকট** বন্দরে উপস্থিত হন।

ভাস্কো-দা-গামা

এক নজরে ৫টি জাতির উপমহাদেশ ও বাংলায় আগমন

জাতি	দেশ	বাংলায় পরিচিত	উপমহাদেশে	বাংলায়
পর্তুগিজ	পর্তুগাল (প্রথম আসে)	ফিরিঙ্গি*	১৪৯৮	১৫১৬
ডাচ্	নেদারল্যান্ডস/ হল্যান্ড	ওলন্দাজ	১৬০০	১৬০২
ইংরেজ	ব্রিটেন	ব্রিটিশ	১৬০৮	১৬৩০
ডেনিশ	ডেনমার্ক	দিনেমার	১৬২০	১৬৭৬
ফ্রেঞ্চ	ফ্রান্স (সর্বশেষ আসে)	ফরাসি	১৬৬৮	১৬৭৪

[*] ফিরিঙ্গি শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে আগত।

এক নজরে ৫টি জাতির কুঠি স্থাপন

জাতি	ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম কুঠি	বাংলায় প্রথম কুঠি
পর্তুগিজ	কোচিন, কেরালা (১৫০২)	হুগলি (১৫১৭)
ইংরেজ	সুরাট, গুজরাট (১৬১২)	হরিহরপুর ও বালেশ্বর (১৬৩৩)
ডাচ্	কালিকট, কেরালা	চুঁচুড়া ও বাকুড়ায়
ডেনিশ	ত্রিবাঙ্কুর, তাঞ্জোর জেলা (১৬২০)	শ্রীরামপুর (১৬৭৬)
ফ্রেঞ্চ	সুরাট (১৬৬৮)	চন্দননগর, হুগলি (১৬৯০)

ভুল নয়, সঠিক তথ্য জানুন: প্রচলিত অনেক বইতে দেয়া আছে ইংরেজরা বাংলায় প্রথম কুঠি স্থাপন করে সুরাটে; তথ্যটি ভুল। সুরাট অবস্থিত ভারতের গুজরাটে, যেটি বাংলায় নয়। অর্থাৎ ইংরেজরা উপমহাদেশে প্রথম কুঠি স্থাপন করে 'সুরাটে' কিন্তু বাংলায় প্রথম কুঠি স্থাপন করে উড়িষ্যার 'হরিহরপুর' ও 'বালেশ্বরে'।

[তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া, বাংলাপিডিয়া]

কুঠি সম্পর্কিত কয়েকটি তথ্য

- **উপমহাদেশে ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে-** পর্তুগিজরা।
- **বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম এসেছিল-** পর্তুগিজরা (১৫১৬ সালে)।
- **বাংলায় ফরাসিদের শ্রেষ্ঠ কুঠি ছিল-** চন্দন নগরে।

পর্তুগিজদের আগমন

- ভারতের প্রাচীন নাম- জম্বুদ্বীপ।
- ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কারের কৃতিত্ব- পর্তুগিজদের।
- ভারতে পর্তুগিজ উপনিবেশগুলোর প্রথম গভর্নর ছিলেন- আলবুকার্ক।
- পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে আসতে শুরু করে- ১৫১৮ সালে ।
- পর্তুগিজরা চট্টগ্রাম বন্দরের নাম দিয়েছিল- পোর্টো গ্রান্ডে বা বিশাল বন্দর।
- বাংলার যে সুলতান পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে (হুগলি) বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন- গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৬ সালে)।
- চট্টগ্রামের যে স্থান পর্তুগিজ জলদস্যুদের অধিকারভুক্ত ছিল- সন্দীপ।
- শেরশাহ পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম হতে বিতাড়িত করেন- ১৫৩৮ সালে।
- চট্টগ্রাম আরাকানদের অধীনে ছিল- ১৫৮১-১৬৬৬ সাল।
- আরাকান ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের একসাথে বলা হতো- হার্মাদ।
- পর্তুগিজদের হুগলি থেকে উচ্ছেদ করেন- মুঘল সম্রাট শাহজাহানের আমলে বাংলার সুবাদার কাসিম খান জুয়িনী ।
- মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খান মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের চট্টগ্রাম হতে বিতাড়িত করেন- ১৬৬৬ সালে।
- শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম দখল করে এর নামে রাখেন- ইসলামাবাদ ।

ওলন্দাজদের আগমন

- পর্তুগিজদের পরে আসে- ডাচ্ বা ওলন্দাজগণ।
- ওলন্দাজগণ উপমহাদেশে ঘাঁটি স্থাপন করেন- মুসলিমপট্টমে।

পর্তুগিজদের হুগলি থেকে উচ্ছেদ করেন মুঘল সম্রাট শাহজাহানের আমলে বাংলার সুবাদার কাসিম খান জুয়িনী ।

মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের চট্টগ্রাম হতে বিতাড়িত করেন মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সুবাদার শায়েস্তা খান ।

CamScanner

ইংরেজদের আগমন

- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়- ১৬০০ সালে (২১৮ জন অংশীদার)।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় আসে- ১৬০০ সালে।
- ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র নিয়ে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন- ক্যাপ্টেন হকিন্স (১৬০৮ সালে)।
- ক্যাপ্টেন হকিন্সের আবেদনক্রমে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন- সম্রাট জাহাঙ্গীর।
- ইংরেজরা কলকাতার আশেপাশের ৪৮টি গ্রাম ক্রয়ের অনুমতি পায়- সম্রাট ফররুখশিয়ার কাছ থেকে।
- ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার দেওয়ানী লাভ করে- দ্বিতীয় শাহ আলম।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে- সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে।
- কাশিম বাজারে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে- ১৬৫৮ সালে।
- দ্বিতীয়বার এসে কুঠি স্থাপনের অনুমতি পান- জব চার্ণক।
- কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন- জব চার্ণক।
- কলকাতা শহর গড়ে ওঠে- হুগলি নদীর তীরে।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকেন্দ্র ছিল- কলকাতা।
- 'ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মিত- ইংল্যান্ডের রাজা উইলিয়ামের নামানুসারে (কলকাতায়)।

দিনেমারদের আগমন

- দিনেমারগণ তাদের বাণিজ্য কুঠি বিক্রি করে দেয়- ইংরেজদের নিকট।
- দিনেমারগণ ডেনিস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে এদেশে আসে- ১৬১৬ সালে।

ফরাসিদের আগমন

- উপমহাদেশে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম চেষ্টা করেছিল- ফরাসিরা।
- ইউরোপীয়দের মধ্যে সবশেষ উপমহাদেশে আগমন করে- ফরাসিরা।
- ফরাসি 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠিত হয়- ১৬৬৪ সালে।
- ফরাসিরা তাদের ফ্যাক্টরী নির্মাণ করে- চন্দন নগরে।
- উপমহাদেশে যে দুই ভিন্ন জাতি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল- ইংরেজ ও ফরাসি।
- ইংরেজরা চন্দন নগর দখল করে- ১৭৫৭ সালে।

CamScanner

মুঘল সম্রাটদের সাথে ইংরেজদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি

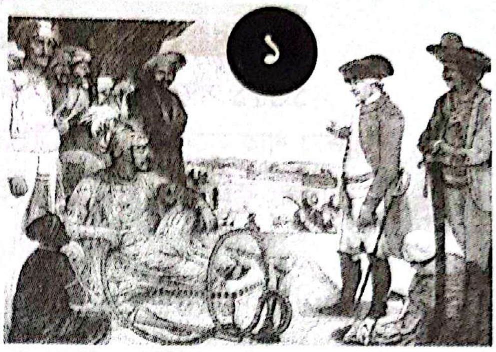

আকবর Vs ইংরেজ ও পর্তুগিজ

১৬০০ সালে ইংরেজরা প্রথম আসে তৃতীয় মুঘল সম্রাট আকবরের দরবারে। এছাড়াও তিনি **হুগলিতে পর্তুগিজদের স্থায়ীভাবে বাণিজ্য কুঠি** স্থাপন করার অনুমতি দেন।

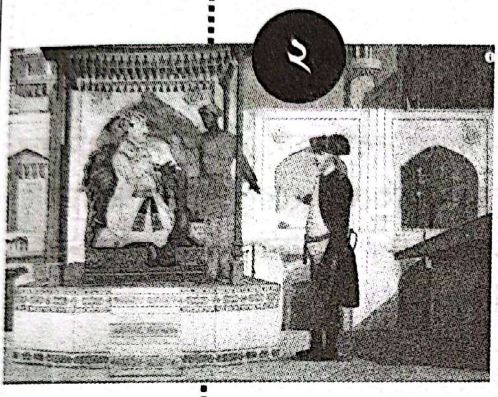

জাহাঙ্গীর Vs হকিন্স

১৬০৮ সালে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র নিয়ে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন ক্যাপ্টেন হকিন্স। হকিন্সের আবেদনক্রমে ইংরেজদের **গুজরাটের সুরাটে বাণিজ্য কুঠি** স্থাপনের অনুমতি দেন চতুর্থ মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর।

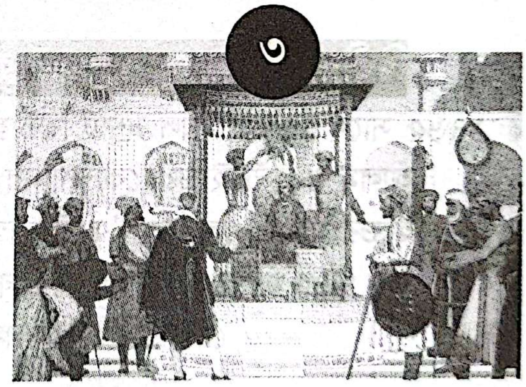

শাহজাহান Vs ইংরেজ

১৬৩৩ সালে উড়িষ্যার **হরিহরপুরে বাংলার প্রথম বাণিজ্য কুঠি** স্থাপনের অনুমতি দেন পঞ্চম মুঘল সম্রাট শাহজাহান। অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে সম্রাট শাহজাহানের আমলে।

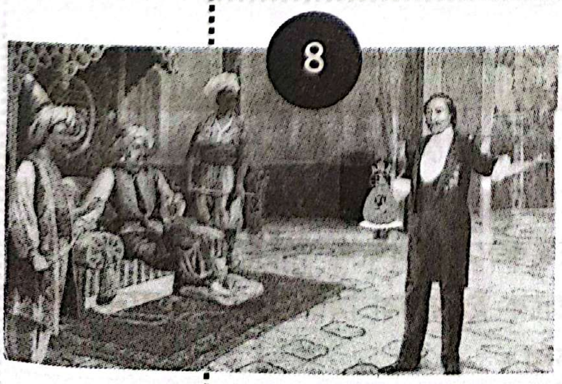

আওরঙ্গজেব Vs জব চার্নক

জব চার্নক ১২০০ টাকার বিনিময়ে **কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারিত্ব** লাভ করেন ষষ্ঠ মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব থেকে।

CamScanner

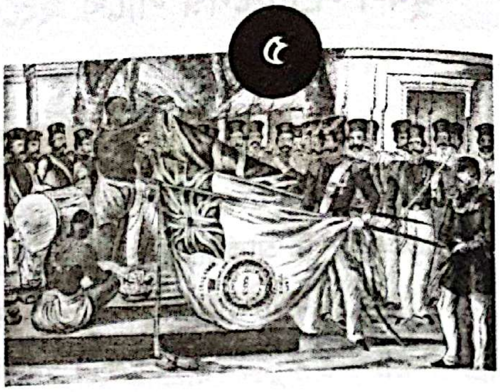

সুবাদার শাহ্ সুজা Vs ইংরেজ

১৬৫১ সালে সম্রাট শাহজাহানের সুবাদার শাহ্ সুজা **হুগলিতে ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি** স্থাপনের অনুমতি দেন।

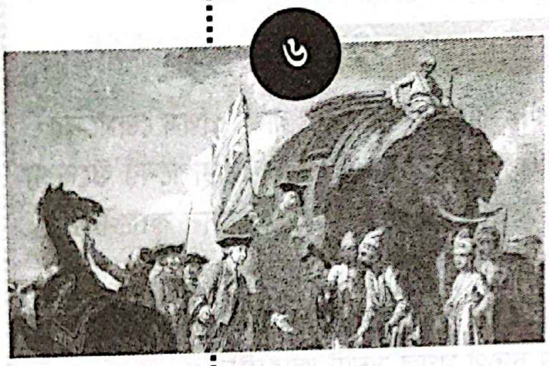

ফররুখসিয়ার Vs ইংরেজ

১৭১৭ সালে নবম মুঘল সম্রাট ফররুখসিয়ার **বাংলায় বিনাশুল্কে ইংরেজদের বাণিজ্যের** অনুমতি দেন। এই ফরমান মহাসনদ নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় শাহ্ আলম Vs রবার্ট ক্লাইভ

১৭৬৫ সালে ১৬তম মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রবার্ট ক্লাইভের মধ্যে **'এলাহাবাদ'** চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে কোম্পানিকে বাংলার দেওয়ানি প্রদান করেন।

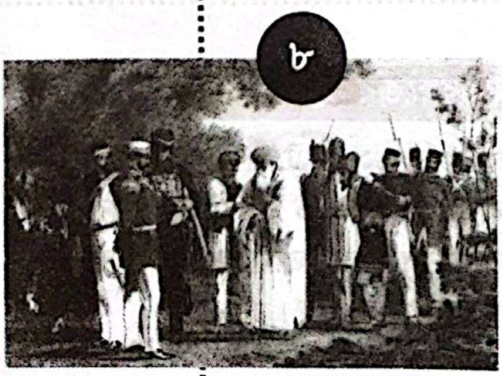

২য় বাহাদুর শাহ্ Vs উইলিয়াম হাডসন

১৮৫৭ সালে ১৯তম বা শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফর দিল্লির অধিকার ইংরেজদের দখলে দিয়ে দেন। পরবর্তীতে তাকে ইংরেজরা মিয়ানমারের **রেঙ্গুনে নির্বাসন** দেয়।

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার দিওয়ানি লাভ করে- [DU খ ১৮-১৯]
ক. দ্বিতীয় শাহ আলম
খ. আলীবর্দি খান
গ. ফররুখশিয়ার
ঘ. বাহাদুর শাহ জাফর

০২. কোন ইউরোপীয় ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন? [DU খ ০৯-১০]
ক. ফার্ডিন্যান্ড ম্যাগেলান
খ. ফ্রান্সিস ড্রেক
গ. ভাস্কো-দা-গামা
ঘ. ক্রিস্টোফার কলম্বাস

০৩. পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা কত সালে ভারত পৌঁছেন? [DU খ ০৪-০৫]
ক. ১৪৯৮ সালে
খ. ১৪৯২ সালে
গ. ১৫১৭ সালে
ঘ. ১৬৪৮ সালে

০৪. দিল্লির কোন সম্রাট বাংলা থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন? [DU খ ০৩-০৪]
ক. শের শাহ
খ. আকবর
গ. জাহাঙ্গীর
ঘ. বাবর

০৫. কত খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে দি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয়? [DU খ ১২-১৩]
ক. ১৬০০ সালে
খ. ১৬৫১ সালে
গ. ১৭৫৭ সালে
ঘ. ১৬৫৮ সালে

০৬. বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রথম এসেছিলেন- [10 BCS/16 BCS]
ক. ইংরেজরা
খ. ওলন্দাজরা
গ. ফরাসিরা
ঘ. পর্তুগিজরা

০৭. কোন ইউরোপীয় জাতি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসে? [মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক, ০৯]
ক. ইংরেজরা
খ. ওলন্দাজরা
গ. ফরাসিরা
ঘ. পর্তুগিজরা

০৮. ভাস্কো দা গামা ভারতে প্রথম অবতরণ করেন- [জাহাবি 'C3' ১৫-১৬]
ক. গোয়া বন্দরে
খ. কালিকট বন্দর
গ. চট্টগ্রাম বন্দরে
ঘ. কোচিন বন্দরে

০৯. ইউরোপের কোন দেশের অধিবাসীদের 'ডাচ' বলা হয়? [জবি ১০-১১]
ক. নেদারল্যান্ডস
খ. ডেনমার্ক
গ. পর্তুগাল
ঘ. স্পেন

১০. সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারের প্রথম ইংরেজ দূত- [রাবি-ইতিহাস, ০৭-০৮]
ক. ক্যাপ্টেন হকিন্স
খ. এডওয়ার্ডস
গ. স্যার টমাস রো
ঘ. উইলিয়াম কেরি

১১. কোন দেশের বাণিজ্যিক কোম্পানি ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ নির্মাণ করে? [চবি খ, ০৯-১০]
ক. ইংল্যান্ড
খ. ফ্রান্স
গ. হল্যান্ড
ঘ. ডেনমার্ক

১২. কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-সহকারী পরিচালক, ০১]
ক. ক্লাইভ
খ. ডালহৌসি
গ. ওয়েলেসলী
ঘ. জব চার্নক

উত্তরমালা

১. ক	২. গ	৩. ক	৪. ক	৫. ক	৬. ঘ	৭. ঘ	৮. খ
৯. ক	১০. ক	১১. ক	১২. ঘ				

ইংরেজ শাসন (১৭৫৭ - ১৯৪৭)

বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে বাণিজ্য করতে আসে এদেশে। ধীরে ধীরে শক্তি বাড়াতে থাকে তারা, ফলে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সাথে তাদের বিরোধ বাঁধে। এরই পথ ধরে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন মুর্শিদাবাদের পলাশীর প্রান্তরে সংঘটিত হয় পলাশীর যুদ্ধ। যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে ইংরেজরা যে শক্তি সঞ্চয় করে পরবর্তী সময়ে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিমকে পরাজিত করে তা আরও সংহত করা হয়। এভাবে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা প্রায় নিশ্চিত হয়।

ইংরেজ শাসনের ঘটনা প্রবাহ

সাল	ঘটনা
১৬০০	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠন।
১৬১২	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উপমহাদেশে আগমন এবং উপমহাদেশের সুরাটে প্রথম কুঠি স্থাপন।
১৭০০	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ নির্মাণ করে।
১৭৫৭	পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দ্দৌলার পতন হয়। বাংলায় স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা হয় এবং বাংলায় নবাবী শাসনের পতন ঘটে।
১৭৬৪	বক্সারের যুদ্ধ। মীর কাশিম যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হন। তিনি এই যুদ্ধে ফকির সন্ন্যাসীদের সাহায্য কামনা করেন।
১৭৬৫	লর্ড ক্লাইভ সরাসরি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থা চালু করেন। লর্ড ক্লাইভ বাংলার প্রথম গভর্নর হিসেবে দ্বৈত শাসন কায়েম করেন।
১৭৭০	বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।
১৭৮০	বাংলায় সংবাদপত্র **'বেঙ্গল গেজেট'** প্রকাশ।
১৮১৫	রাজা রামমোহন রায়ের **'আত্মীয় সভা'** গঠন।
১৮২৮	রাজা রামমোহন রায়ের **'ব্রাহ্ম সমাজ'** প্রতিষ্ঠা।
১৮২৯	সতীদাহ প্রথাকে অমানবিক ও সামাজিক অপরাধ ঘোষণা করে আইন প্রণয়ন করেন লর্ড বেন্টিঙ্ক।
১৮৩৯	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের **'তত্ত্ববোধিনী'** সভা প্রতিষ্ঠা।
১৮৫৩	উপমহাদেশে প্রথম রেল গাড়ি চালু করেন লর্ড ডালহৌসি।
১৮৫৫	হিন্দু কলেজের নামকরণ হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ।
১৮৫৭	সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে মুঘল শাসনের অবসান ঘটে।
১৮৫৮	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অবসান এবং রাণীর শাসন শুরু।
১৮৬০	ঢাকায় দীনবন্ধু মিত্রের **'নীল দর্পণ'** নাটক বেনামে প্রকাশ।

CamScanner

১৮৬২	দর্শনা থেকে কুষ্টিয়া রেল লাইন স্থাপন।
১৮৬৩	মুসলিম সাহিত্য সমিতি গঠন (আবদুল লতিফ)।
১৮৬৪	ঢাকা প্রথম পৌরসভা হয়।
১৮৭২	উপমহাদেশে প্রথম আদমশুমারী প্রচলন (লর্ড মেয়ো)
১৮৭৭	মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন গঠন।
১৮৮৫	সর্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা।
১৯০১	ঢাকার আহসান মঞ্জিলে প্রথম বৈদ্যুতিক বাতির প্রচলন।
১৯০৪	লর্ড কার্জন কর্তৃক ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট প্রণয়ন।
১৯০৫	লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ। ঢাকা প্রথম প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা পায়।
১৯০৬	নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ঢাকার শাহবাগে মুসলিম লীগ গঠন। স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত এবং নারীর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ
১৯০৮	ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
১৯০৯	মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবী নিয়ে মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন
১৯১১	বঙ্গভঙ্গ রদ।
১৯১২	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নাথান কমিশন গঠন।
১৯১৩	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে নোবেল অর্জন।
১৯১৫	লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক পাবনায় হার্ডিঞ্জ ব্রীজ নির্মাণ।
১৯১৬	হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির লক্ষ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষর।
১৯১৯	খেলাফত আন্দোলনের সূচনা।
১৯২১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
১৯৩০	সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।
১৯৩৪	সূর্যসেনের ফাঁসি।
১৯৩৫	লর্ড ওয়েলিংডন কর্তৃক ভারত শাসন আইন পাশ।
১৯৩৭	প্রাদেশিক নির্বাচনে এ.কে ফজলুল হক মূখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন।
১৯৩৮	শের-ই-বাংলা কর্তৃক ঋণ সালিশী বোর্ড প্রতিষ্ঠা।
১৯৩৯	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক দ্বিজাতি তত্ত্ব ঘোষণা।
১৯৪০	শের-ই-বাংলা কর্তৃক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন।
১৯৪৭	ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইন পাশ। ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম এবং ১৫ আগস্ট ভারত রাষ্ট্রের জন্ম।

পলাশীর যুদ্ধ ও নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা

সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। তিনি ছিলেন নবাব আলীবর্দী খানের দৌহিত্র। ১৭৫৬ সালে আলীবর্দী খান মৃত্যুর পূর্বে সিরাজকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। ফলে সিরাজ মাত্র ২৩ বছর বয়সে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন আরোহণ করেন। সিংহাসন লাভের অল্পকাল পরেই ইংরেজদের সাথে মূলত ৫ টি কারণ নিয়ে সিরাজ-উদ-দৌলার বিরোধ বাঁধে। কারণগুলো হল :-

- সিরাজ-উদ-দৌলা সিংহাসনে বসলে রেওয়াজ অনুযায়ী ইংরেজরা তাঁকে কোন উপঢৌকন পাঠায় নি।
- সিরাজের শত্রু ঘষেটি বেগম ও শওকত জং-কে ইংরেজরা সহায়তা করেছিল
- সিরাজের শত্রু কৃষ্ণদাসকে ইংরেজরা আশ্রয় দেয়।
- ইংরেজদের বাণিজ্যিক সুবিধার যথেচ্ছ অপব্যবহার।
- সিরাজের আদেশ অমান্য করে কলকাতা ও চন্দননগর দুর্গ নির্মাণ।

মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে পলাশীর প্রান্তরে নবাব সেনা সমাবেশ করেন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ফরাসি সেনানায়ক সিনফ্রে নবাবের পক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধ করেন। কিন্তু মীরজাফর, ইয়ার লতিফ ও রায়দুর্লভের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নবাব পরাজিত হন।

- **সিরাজ-উদ-দৌলা প্রকৃত নাম-** মীর্জা মুহাম্মদ।
- **সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন-** আলীবর্দী খানের নাতি।
- **ঘষেটি বেগম ছিলেন-** আলীবর্দী খানের কন্যা।
- **নবাব আলীবর্দী খান মৃত্যুবরণ করেন-** ১৭৫৬ সালে।
- **সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার নবাব হন-** ১৭৫৬ সালে।
- **নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ দখল করেন-** ১৭৫৬ সালে।
- **সিরাজ-উদ-দৌলা কলকাতা নগরী দখল করেন-** ১৭৫৬ সালে।
- **পলাশীর যুদ্ধ হয়-** ২৩ জুন, ১৭৫৭ সালে।
- **পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন-** নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা।
- **বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব-** মুর্শিদকুলী খান।
- **বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব-** নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা।
- **বাংলার শেষ নবাব-** নিজাম-উদ-দৌলা ।
- **কলকাতার নাম পরিবর্তন করে আলিনগর রাখেন-** সিরাজ-উদ-দৌলা ।
- **সিরাজ-উদ-দৌলার হত্যাকারীর নাম-** মুহাম্মদী বেগ।
- **পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ছিল-** রবার্ট ক্লাইভ।
- **বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়-** পলাশীর যুদ্ধের পরাজয়ের ফলে।

CamScanner

মীর কাসিম ও বক্সারের যুদ্ধ

পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজরা মীর জাফরকে বাংলার নবাব বানান। কিন্তু তিনি ইংরেজদের দাবি দাওয়া মিটাতে না পারায় ইংরেজরা তাকে সরিয়ে তার জামাতা মীর কাসিমকে বাংলার নবাব করেন। মীর কাসিম ইংরেজদের প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত করতে চাইলেন। তাই ইংরেজদের সাথে মীর কাসিমের বিরোধের ফলে বক্সারের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হয়। এ যুদ্ধ জয়ের ফলে বাংলায় ইংরেজ শাসন আরো দৃঢ় হয়।

- **মীর কাসিম ছিলেন-** মীর জাফরের জামাতা।
- **বক্সারের যুদ্ধ হয়েছিল-** ১৭৬৪ সালে।
- **বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়-** ইংরেজ ও মীর কাসিমের মধ্যে।
- **অজ্ঞাত অবস্থায় ১৭৭৭ সালে মীর কাসিম মৃত্যুবরণ করেন-** দিল্লিতে।

এক নজরে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম ও শেষ গভর্নর বা ভাইসরয়

প্রথম/শেষ	নাম
বাংলার প্রথম গভর্নর	লর্ড ক্লাইভ
বাংলার শেষ গভর্নর	লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস
বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল	লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস
বাংলার শেষ গভর্নর জেনারেল	লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক
ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল	লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক
ভারতবর্ষের শেষ গভর্নর জেনারেল	লর্ড ক্যানিং
ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরয়/রাজ প্রতিনিধি	লর্ড ক্যানিং
ভারতবর্ষের শেষ ভাইসরয়/রাজ প্রতিনিধি	লর্ড মাউন্টব্যাটেন
স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল	লর্ড মাউন্টব্যাটেন
স্বাধীন ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল	চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী

বিভিন্ন সময়ে বাংলার লে. জেনারেল গভর্নর

ঘটনা	সাল	বাংলার লে. জেনারেল
সিপাহী বিদ্রোহ	১৮৫৭	স্যার ফ্রেডরিখ জেমস হ্যালিডে
নীল বিদ্রোহীদের দমনে 'নীল কমিশন' গঠন	১৮৬০	স্যার জন পিটার গ্রান্ট
বঙ্গভঙ্গ	১৯০৫	স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার
বঙ্গভঙ্গ রদ	১৯১১	লর্ড কারমাইকেল
স্বদেশী আন্দোলন	১৯০৬	স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার
বঙ্গভঙ্গ রদ ও অবিভক্ত বাংলার প্রথম গভর্নর	১৯১২	লর্ড কারমাইকেল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	১৯২১	লর্ড ডানভাস
অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন	১৯৩৭	মাইকেল ন্যাচাবুল
তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ (পঞ্চাশের মন্বন্তর)	১৯৪৩	জন আর্থার হার্বার্ট
দেশ ভাগ ও বাংলার সর্বশেষ গভর্নর	১৯৪৭	ফ্রেডরিখ বারোস
দেশ ভাগের পর পূর্ব বঙ্গের প্রথম গভর্নর	১৯৪৭-১৯৫০	ফ্রেডরিখ চালমার্স বোর্ন
ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বঙ্গের গভর্নর	১৯৫০-১৯৫৩	ফিরোজ খান নুন

CamScanner

মীর কাসিম ও বক্সারের যুদ্ধ

পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজরা মীর জাফরকে বাংলার নবাব বানান। কিন্তু তিনি ইংরেজদের দাবি দাওয়া মিটাতে না পারায় ইংরেজরা তাকে সরিয়ে তার জামাতা মীর কাসিমকে বাংলার নবাব করেন। মীর কাসিম ইংরেজদের প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত করতে চাইলেন। তাই ইংরেজদের সাথে মীর কাসিমের বিরোধের ফলে বক্সারের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হয়। এ যুদ্ধ জয়ের ফলে বাংলায় ইংরেজ শাসন আরো দৃঢ় হয়।

- **মীর কাসিম ছিলেন-** মীর জাফরের জামাতা।
- **বক্সারের যুদ্ধ হয়েছিল-** ১৭৬৪ সালে।
- **বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়-** ইংরেজ ও মীর কাসিমের মধ্যে।
- **অজ্ঞাত অবস্থায় ১৭৭৭ সালে মীর কাসিম মৃত্যুবরণ করেন-** দিল্লিতে।

এক নজরে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম ও শেষ গভর্নর বা ভাইসরয়

প্রথম/শেষ	নাম
বাংলার প্রথম গভর্নর	লর্ড ক্লাইভ
বাংলার শেষ গভর্নর	লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস
বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল	লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস
বাংলার শেষ গভর্নর জেনারেল	লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক
ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল	লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক
ভারতবর্ষের শেষ গভর্নর জেনারেল	লর্ড ক্যানিং
ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরয়/রাজ প্রতিনিধি	লর্ড ক্যানিং
ভারতবর্ষের শেষ ভাইসরয়/রাজ প্রতিনিধি	লর্ড মাউন্টব্যাটেন
স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল	লর্ড মাউন্টব্যাটেন
স্বাধীন ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল	চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী

বিভিন্ন সময়ে বাংলার লে. জেনারেল গভর্নর

ঘটনা	সাল	বাংলার লে. জেনারেল
সিপাহী বিদ্রোহ	১৮৫৭	স্যার ফ্রেডরিখ জেমস হ্যালিডে
নীল বিদ্রোহীদের দমনে 'নীল কমিশন' গঠন	১৮৬০	স্যার জন পিটার গ্রান্ট
বঙ্গভঙ্গ	১৯০৫	স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার
বঙ্গভঙ্গ রদ	১৯১১	লর্ড কারমাইকেল
স্বদেশী আন্দোলন	১৯০৬	স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার
বঙ্গভঙ্গ রদ ও অবিভক্ত বাংলার প্রথম গভর্নর	১৯১২	লর্ড কারমাইকেল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	১৯২১	লর্ড ডানডাস
অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন	১৯৩৭	মাইকেল ন্যাচাবুলা
তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ (পঞ্চাশের মন্বন্তর)	১৯৪৩	জন আর্থার হার্বার্ট
দেশ ভাগ ও বাংলার সর্বশেষ গভর্নর	১৯৪৭	ফ্রেডরিখ বারোস
দেশ ভাগের পর পূর্ব বঙ্গের প্রথম গভর্নর	১৯৪৭-১৯৫০	ফ্রেডরিখ চালমার্স বোর্ন
ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বঙ্গের গভর্নর	১৯৫০-১৯৫৩	ফিরোজ খান নুন

CamScanner

 উইলিয়াম বেন্টিংক	◆ সতীদাহ প্রথা রহিত আইন করেন (১৮২৯)। ◆ সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধের জন্য আন্দোলন করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ◆ কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮৩৫)। ◆ লর্ড ম্যাকলে কর্তৃক শিক্ষা নীতি প্রণয়ন (১৮৩৫)। ◆ ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু (১৮৩৫)। ◆ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার।
 লর্ড হেনরী হার্ডিঞ্জ	◆ গোপাল সিং এর নিকট জম্মু ও কাশ্মীর বিক্রয়। ◆ শিশু হত্যা, নরবলি প্রথার বিলোপ।
 লর্ড ডালহৌসী	◆ স্বত্ব বিলোপ নীতির প্রয়োগ করেন। ◆ উপমহাদেশে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন (১৮৫০)। ◆ উপমহাদেশে প্রথম রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করেন (১৮৫৩)। ◆ ডাকটিকেট চালু (১৮৫৪)। ◆ বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন (১৮৫৪, পাশ-১৮৫৬)। ◆ বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নে আন্দোলন করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
 Earl Canning লর্ড ক্যানিং	◆ ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরয় (বড়লাট) নিযুক্ত হন। ◆ সিপাহী বিপ্লবকালীন গভর্নর জেনারেল/ভাইসরয়। ◆ উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু করেন (১৮৬১)। ◆ **'পুলিশ আইন, ১৮৬১'** প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক পুলিশ ব্যবস্থা চালু করেন।
 Lord Mayo লর্ড মেয়ো	◆ ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি চালু করেন। ◆ ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭২ সালে। ◆ একমাত্র ভাইসরয় যিনি খুন হন। **ভুল নয়, সঠিক তথ্য জানুন :** বাজারে প্রচলিত অনেক বইয়ে প্রথম আদমশুমারি চালু করেন দেয়া আছে লর্ড রিপন। প্রকৃতপক্ষে প্রথম ১৮৭২ সালে চালু করেন লর্ড মেয়ো। *[তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া]*

BTOB---12

ইংরেজ শাসনের সংস্কার কার্যক্রম

সংস্কারক/ইংরেজ শাসক	সংস্কার কার্যক্রম
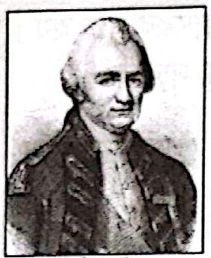 লর্ড ক্লাইভ	◆ ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। ◆ দ্বৈত শাসন কায়েম। ◆ সিরাজ-উদ-দৌলার সাথে 'আলীনগর সন্ধি' স্বাক্ষর করেন। ◆ সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সাথে 'এলাহাবাদ চুক্তি' স্বাক্ষর করার ফলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। **বঙ্গদেশের মানচিত্র** বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের পর রবার্ট ক্লাইভ ব্রিটিশ ভূগোলবিদ জেমস রেনেলকে সমগ্র বাংলার ম্যাপ তৈরি করার নির্দেশ দেন। ১৭৭৯ সালে রেনেল প্রকাশ করেন Bengal Atlas বা বঙ্গদেশের মানচিত্র।
 ওয়ারেন হেস্টিংস	◆ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন (১৭৭২)। ◆ পাঁচশালা ভূমি বন্দোবস্ত (১৭৭২)। ◆ একশালা বন্দোবস্ত চালু করেন (১৭৭৭)। ◆ সাম্রাজ্যবাদী স্বত্ব বিলোপ নীতি (১৭৭৪)। ◆ উপমহাদেশে প্রথম রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করেন। ◆ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা (১৭৮৪)। ◆ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট (১৭৮৪) পাস। ◆ প্রথম ভারীয় সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশ।
 লর্ড কর্ণওয়ালিস	◆ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রিটিশ সেনাপতি ছিলেন। ◆ জমিদারী প্রথার সূত্রপাত। ◆ দশশালা ভূমি বন্দোবস্ত প্রবর্তন। ◆ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)। ◆ সূর্যাস্ত আইন প্রবর্তন (১৭৯৩)। ◆ সরকারি কর্মচারীদের জন্য বিধান চালু করেন যা পরবর্তীতে **'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস'** নামে প্রচলিত হয়। ◆ ভারতের সিভিল সার্ভিসের জনক।
 লর্ড ওয়েলেসলী	◆ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তন। ◆ টিপু সুলতানের সাথে মহীশূর যুদ্ধ করেন। ◆ কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন (১৮০০)। **মহীশূর যুদ্ধ** মহীশূর (বর্তমান কর্ণাটক রাজ্য) এর শাসনকর্তা টিপু সুলতান 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি' গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে কোম্পানির সঙ্গে কয়েক দফা যুদ্ধ হয়। চতুর্থ মহীশূরের যুদ্ধে টিপু সুলতান পরাজিত মহীশূর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

CamScanner

 উইলিয়াম বেন্টিংক	◆ সতীদাহ প্রথা রহিত আইন করেন (১৮২৯)। ◆ সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধের জন্য আন্দোলন করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ◆ কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮৩৫)। ◆ লর্ড ম্যাকলে কর্তৃক শিক্ষা নীতি প্রণয়ন (১৮৩৫)। ◆ ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু (১৮৩৫)। ◆ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার।
 লর্ড হেনরী হার্ডিঞ্জ	◆ গোপাল সিং এর নিকট জম্মু ও কাশ্মীর বিক্রয়। ◆ শিশু হত্যা, নরবলি প্রথার বিলোপ।
 লর্ড ডালহৌসী	◆ স্বত্ব বিলোপ নীতির প্রয়োগ করেন। ◆ উপমহাদেশে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন (১৮৫০)। ◆ উপমহাদেশে প্রথম রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করেন (১৮৫৩)। ◆ ডাকটিকেট চালু (১৮৫৪)। ◆ বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন (১৮৫৪, পাশ-১৮৫৬)। ◆ বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নে আন্দোলন করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
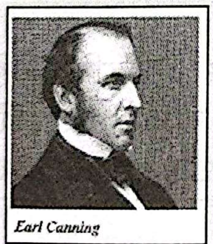 লর্ড ক্যানিং	◆ ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরয় (বড়লাট) নিযুক্ত হন। ◆ সিপাহী বিপ্লবকালীন গভর্নর জেনারেল/ভাইসরয়। ◆ উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু করেন (১৮৬১)। ◆ **'পুলিশ আইন, ১৮৬১'** প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক পুলিশ ব্যবস্থা চালু করেন।
 লর্ড মেয়ো	◆ ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি চালু করেন। ◆ ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭২ সালে। ◆ একমাত্র ভাইসরয় যিনি খুন হন। **ভুল নয়, সঠিক তথ্য জানুন :** বাজারে প্রচলিত অনেক বইয়ে প্রথম আদমশুমারি চালু করেন দেয়া আছে লর্ড রিপন। প্রকৃতপক্ষে প্রথম ১৮৭২ সালে চালু করেন লর্ড মেয়ো। *[তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া]*

BTOB---12

 লর্ড লিটন	◆ ‘অস্ত্র আইন’ প্রবর্তনের মাধ্যমে বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করেন (১৮৭৮)। ◆ ‘সংবাদপত্র আইন’ পাস করে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন (১৮৭৮)।
 লর্ড রিপন	◆ ভারতে প্রথম স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ◆ শ্রমিক কল্যাণের জন্য ফ্যাক্টরী আইন পাস করেন। ◆ শিক্ষা সংস্কারের জন্য হান্টার কমিশন গঠন করেন (১৮৮২)। ◆ ‘হান্টার কমিশন’- ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন।
 লর্ড কার্জন	◆ বঙ্গভঙ্গ করেন (১৯০৫)। ◆ কলকাতায় ভারতের বৃহত্তম ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। ◆ তাঁর শাসনামলকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়।
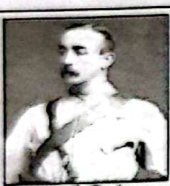 লর্ড মিন্টু	◆ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন অধিকার। ◆ মুসলমানের জন্য পৃথক নির্বাচনের আইন মর্লি মিন্টু আইন করেন (১৯০৯)।
 লর্ড হার্ডিঞ্জ	◆ বঙ্গভঙ্গ রদের সুপারিশ করেন (১৯১১)। ◆ কলকাতা হতে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। ◆ ঢাবি প্রতিষ্ঠার জন্য ‘নাথান কমিশন’ গঠন করেন (১৯১২)। **রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে** ১৯১১ সালে ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ ঐতিহাসিক দিল্লির দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের কথা ঘোষণা করেন এবং ব্রিটিশ ভারতীয় রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়।
 লর্ড চেমসফোর্ড	◆ মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন করেন (১৯১৯)। ◆ এই আইন ভারত শাসন আইন নামে পরিচিত।
 লর্ড মাউন্টব্যাটেন	◆ ব্রিটিশ ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন। ◆ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীনতা আইন পাস করা হয় ◆ তার সময়েই ভারত ও পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়।

CamScanner

ইংরেজ শাসনের প্রভাব

দ্বৈত শাসন

- দ্বৈত শাসন বলতে বোঝায়- কর উত্তোলনের দায়িত্ব থাকবে দেশীয় কর্মচারীদের ওপর আর মূল শাসন ক্ষমতা থাকবে ইংরেজদের হাতে।
- প্রবর্তন করেন- লর্ড ক্লাইভ (১৭৬৫ সাল)।
- বিলোপ করেন- ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২ সাল)।
- ফলাফল- ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

- ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয় বাংলা- ১১৭৬ সালে (ইংরেজি ১৭৭০ সাল)।
- মন্বন্তরকালীন গর্ভনর ছিলেন- লর্ড কার্টিয়ার।
- দুর্ভিক্ষের সময় দিল্লির সম্রাট ছিলেন- শাহ্ আলম।
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে মারা যায়- বাংলার এক-তৃতীয়াংশ (১ কোটি) মানুষ।

একশালা

- একশালা বন্দোবস্ত চালু করে- ওয়ারেন হেস্টিংস।
- একশালা বন্দোবস্ত চালু করা হয়- ১৭৭৭ সালে।

পাঁচশালা

- পাঁচশালা বলতে বোঝায়- পাঁচ বছর মেয়াদি ইংরেজদের কর উত্তোলনের পরিকল্পনা।
- পাঁচশালা চালু করেন- ওয়ারেন হেস্টিংস।
- পাঁচশালা চালু করা হয়- ১৭৭২ সালে।

দশশালা

- দশশালা বলতে বোঝায়- দশ বছর মেয়াদি ইংরেজদের কর উত্তোলনের পরিকল্পনা।
- দশশালা প্রবর্তন করেন- লর্ড কর্ণওয়ালিস।
- দশশালার পরবর্তী সংস্কার রূপ- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

- করেন- লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৭৯৩ সালে)।
- উদ্দেশ্য- স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এর অপর নাম- সূর্যাস্ত আইন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন

- ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার গোড়াপত্তন করেন- লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক।
- নারী শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত কলেজ- বেথুন কলেজ।
- বাংলার কৃষি পণ্যকে বাণিজ্যিকীকরণ করেন- হেনরি ভ্যান্সিটার্ট।

CamScanner

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের নাম কী? (DU ঘ' ১০-১১)
ক. কার্জন শিক্ষা কমিশন
খ. মেকলে শিক্ষা কমিশন
গ. হান্টার শিক্ষা কমিশন
ঘ. স্যাডলার শিক্ষা কমিশন

০২. ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয়- [DU খ' ০৬-০৭/ DU খ' ১৫-১৬]
ক. ১৮৫৭ খ. ১৮৫৮ গ. ১৮৫৯ ঘ. ১৮৬০

০৩. ঢাকায় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিজড়িত স্থান- [DU খ' ০৭-০৮]
ক. রমনা পার্ক খ. ন্যাশনাল পার্ক গ. গুলশান পার্ক ঘ. বাহাদুরশাহ পার্ক

০৪. ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয় কোন সালে? [DU খ' ০৬-০৭]
ক. ১৮৫৭ সালে খ. ১৮৫৮ সালে গ. ১৮৫৯ সালে ঘ. ১৮৬০ সালে

০৫. জমিদার প্রথা বিলুপ্ত হয়- [DU ঘ' ০৬-০৭]
ক. ১৯৪৭ সালে খ. ১৯৫০ সালে গ. ১৯৫২ সালে ঘ. ১৯৬৪ সালে

০৬. ব্রিটিশ শাসনামলে কোন সালে ঢাকাকে প্রাদেশিক রাজধানী করা হয়? [DU ঘ' ০৩-০৪]
ক. ১৭৫৭ সালে খ. ১৯০৫ সালে গ. ১৮৫৭ সালে ঘ. ১৯১১ সালে

০৭. সতীদাহ প্রথা রহিতকরণ আইন পাস করেন কে? [DU খ' ০৩-০৪]
ক. লর্ড কর্নওয়ালিস
খ. রাজা রামমোহন রায়
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ঘ. লর্ড বেন্টিঙ্ক

০৮. ব্রিটিশ ভারতে সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রবর্তন হয়? [DU খ' ৯৬-৯৭]
ক. ১৭৬৫ সালে খ. ১৮৫৮ সালে গ. ১৮৩৫ সালে ঘ. ১৮৪৯ সালে

বিসিএস

০৯. ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয় কত সালে? [41 BCS]
ক. ১৯১২ সালে খ. ১৯১৩ সালে গ. ১৯১৪ সালে ঘ. ১৯১৫
নোট: সঠিক উত্তর হবে ১২ ডিসেম্বর, ১৯১১।

১০. পলাশীর যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়েছিল? [39 BCS]
ক. জুন ২২, ১৭৫৭ খ. জুন ২৪, ১৭৫৭ গ. জুন ২৩, ১৭৫৭ ঘ. জুন ২৫, ১৭৫৭

১১. বাংলার 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' এর সময় কাল- [36 BCS]
ক. ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ
খ. ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ
গ. ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ
ঘ. ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ

১২. লর্ড ক্যানিং ভারত উপমহাদেশে প্রথম কোন ব্যবস্থা চালু করেন? [35 BCS]
ক. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা
খ. দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা
গ. সতীদাহ নিবারণ ব্যবস্থা
ঘ. পুলিশ ব্যবস্থা

১৩. ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় কে ছিলেন? [29 BCS]
ক. লর্ড কার্জন খ. লর্ড মাউন্টব্যাটেন গ. লর্ড বেন্টিঙ্ক ঘ. লর্ড ওয়াভেল

উত্তরমালা

১. গ	২. খ	৩. ঘ	৪. খ	৫. খ	৬. খ	৭. ঘ	৮. গ
৯. ক	১০. গ	১১. ক	১২. ঘ	১৩. খ			

১৪. ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন? [24 BCS]
ক. ১৬৯০ সালে খ. ১৭৬৫ সালে গ. ১৭৯৩ সালে ঘ. ১৮২৯ সালে

১৫. সতীদাহ প্রথা কত সালে রহিত হয়? [22 BCS]
ক. ১৮১৯ সালে খ. ১৮২৯ সালে গ. ১৮৩৯ সালে ঘ. ১৮৪৯ সালে

১৬. বাংলায় চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা কে প্রবর্তন করেন? [22 BCS/DU ঘ' ০০-০১]
ক. লর্ড কর্ণওয়ালিস খ. ক্লাইভ গ. মেয়ার ঘ. ওয়ারেন হেস্টিংস

১৭. সতীদাহ প্রথা কত সালে রহিত হয়? [22 BCS]
ক. ১৮১৯ খ. ১৮২৯ গ. ১৮৩৯ ঘ. ১৮৪৯

১৮. ব্রিটিশ বণিকদের বিরুদ্ধে যে চাকমা জুমিয়া নেতা বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিলেন- [17 BCS]
ক. রাজা ত্রিদিব রায় খ. রাজা ত্রিভুবন চাকমা
গ. জুম্মা খান ঘ. জোয়ান বকস খাঁ

১৯. 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বাংলা কোন সনে হয়েছিল? [14 BCS, DU খ, ০৩-০৪]
ক. ১০৭৬ সালে খ. ১৩৭৬ সালে গ. ১১৭৬ সালে ঘ. ১২৭৬ সালে

২০. বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয় কোন সালে? [10 BCS/DU ঘ' ৯৫-৯৬]
ক. ১৭০০ সালে খ. ১৭৬২ সালে গ. ১৯৬৫ সালে ঘ. ১৭৯৩ সালে

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

২১. পলাশীর যুদ্ধ হয় কত সালে? [আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ, ০০]
ক. ১৭৭০ সালে খ. ১৭৫৭ সালে গ. ১৮৮৭ সালে ঘ. ১৮৮০ সালে

২২. ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত শাসন আইন' পাস হয় [ববি খ' ১৬-১৭]
ক. ১৭৮৪ খ. ১৭৮৬ গ. ১৭৭৩ ঘ. ১৭৯০

২৩. টিপু সুলতানের রাজ্যের নাম- [জাবি সি' ১৫-১৬]
ক. অযোধ্যা খ. মাদ্রাজ গ. হায়দ্রাবাদ ঘ. মহীশূর

২৪. ভারতের কোন রাজ্য অতীতে মহীশূর নামে পরিচিত ছিল? [কমবাইন্ড ব্যাংক সহকারী ইঞ্জিনিয়ার- ২০]
ক. Modhya Pradesh খ. Maharashtra গ. Karnataka ঘ. Kerala

২৫. মহীশূরের টিপু সুলতান সর্বশেষ কোন ইংরেজ সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ করেন? [রাবি (ইতিহাস) ০৮-০৯]
ক. ওয়েলেসলি খ. ওয়ারেন হেস্টিংস গ. কর্নওয়ালিস ঘ. ডালহৌসি

২৬. ভারতে টেলিগ্রাফ কত বছর চালু ছিল? [ঢাবি খ' ১৩-১৪]
ক. ১৪৫ বছর খ. ১৫০ বছর গ. ১৫৫ বছর ঘ. ১৬২ বছর

২৭. ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয় কোন সালে? [IBBL'র ফিল্ড অফিসার- ২২]
ক. ১৮৫৭ খ. ১৮৫৮ গ. ১৮৫৯ ঘ. ১৮৬০

২৮. বাংলায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তক- [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সাধারণ): ১৮]
ক. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক খ. লর্ড লিটন গ. লর্ড রিপন ঘ. লর্ড কার্জন

উত্তরমালা

১৪. খ	১৫. খ	১৬. ক	১৭. খ	১৮. ঘ	১৯. গ	২০. ঘ	২১. খ
২২. ক	২৩. ঘ	২৪. গ	২৫. ক	২৬. ঘ	২৭. খ	২৮. গ	

বাংলার জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন

ইংরেজ শাসন ক্রমে এদেশের সমাজ ও মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে থাকে। ইংরেজদের শোষণ ও পীড়নের কারণে ধীরে ধীরে এদেশের মানুষ অধিকার সচেতন হয়ে নানা আন্দোলন ও সংগ্রাম শুরু করে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ও সংগ্রাম হলো :-

- ফকির আন্দোলন
- আলীগড় আন্দোলন
- তিতুমীরের আন্দোলন
- ফরায়েজী আন্দোলন
- দুদু মিয়ার আন্দোলন
- নীল বিদ্রোহ
- সিপাহী বিদ্রোহ

ফকির আন্দোলন

ব্রিটিশ সরকার ফকিরদের অবাধ চলাচলে বাধা দেয়। তাঁদের মুষ্ঠি সংগ্রহকে বেআইনি ঘোষণা করে। তাঁদের অস্ত্র বহন অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। এভাবে ফকিরদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। তাঁরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হন। এ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন ফকির মজনু শাহ।

আরো জানতে হবে

- **বাংলায় ফকির সন্ন্যাসীদের আন্দোলন ছিল-** কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে।
- **বাংলার ফকির সন্ন্যাসীদের প্রধান নেতা ছিলেন-** ফকির মজনু শাহ।
- **সন্ন্যাসীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন-** ভবানী পাঠক।
- **ফকির সন্ন্যাসীদের দমন করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন-** ওয়ারেন হেস্টিংস।
- **ফকিররা ঢাকায় কোম্পানির ফ্যাক্টরী আক্রমণ করে-** ১৭৬৩ সালে।
- **ফকির মজনু শাহ মৃত্যুবরণ করে-** ১৭৮৭ সালে।
- **ফকিররা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়-** ১৮০০ সালে।

আলীগড় আন্দোলন

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের দায়ী করে। তারা ইংরেজদের অত্যাচারের শিকার হয়। অন্যদিকে মুসলমানগণ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করায় তারা সকল বিষয়ে হিন্দুদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ে। মুসলমান সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই প্রগতিমূলক ভাবধারা গড়ে তোলার জন্য সৈয়দ আহমদ উত্তর প্রদেশের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, তা আলীগড় আন্দোলন নামে সুপরিচিত।

তিতুমীরের আন্দোলন

তিতুমীরের সংগ্রাম সংঘটিত হয় কলকাতার অদূরে চব্বিশপরগনা জেলার বারাসাত মহকুমায়। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন লাঠিয়াল। প্রজাদের ওপর জমিদারদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন তিতুমীর। ফলে অচিরেই স্থানীয় হিন্দু জমিদারদের সাথে তাঁর সংঘর্ষ বাধে। এ স্থানীয় সংঘর্ষ থেকেই জন্ম নেয় ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম।

আরো জানতে হবে

- **তিতুমীরের প্রকৃত নাম-** সৈয়দ মীর নিসার আলী।
- **তিতুমীর 'বাঁশের কেল্লা' নির্মাণ করেন-** নারিকেলবাড়িয়ায়।
- **নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয়-** ১৮৩১ সালে।
- **বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করেন-** ল্যাফটেন্যান্ট কর্ণেল স্টুয়ার্ট।
- **প্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে শহিদ হন-** তিতুমীর।
- **তিতুমীর শাহাদাৎ বরণ করেন-** ১৮৩১ সালে।
- **তিতুমীরের প্রধান সহকারী ছিল-** গোলাম মাসুম।
- **বাঁশের কেল্লা নির্মিত হয়-** গোলাম মাসুম এর পরিকল্পনায়।

প্রথম শহিদ তিতুমীর

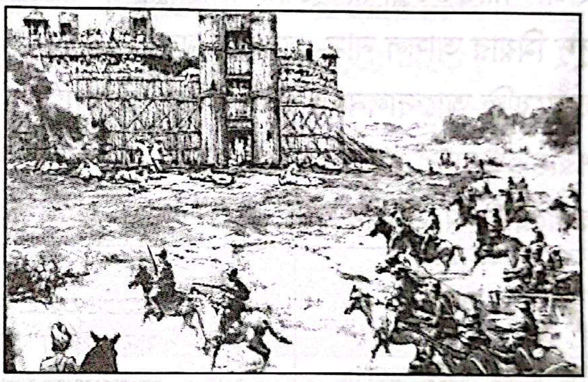

বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করা হয় ১৮৩১ সালে

ফরায়েজী আন্দোলন

ফরায়েজী আন্দোলন মূলত একটি সংস্কার আন্দোলন। এ আন্দোলনের নেতা ছিলেন শরীয়ত উল্লাহ। বর্তমান ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার শ্যামাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তখন বাংলার মুসলমান সমাজে নানাপ্রকার কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। শরীয়ত উল্লাহ মুসলমানদের শরিয়ত বিরোধী কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি তাদেরকে 'ফরজ' অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য পালন করার তাগিদ দেন। **আরবি 'ফরজ' শব্দ থেকেই 'ফরায়েজী' শব্দের উৎপত্তি।**

আরো জানতে হবে

- **ফরায়েজী আন্দোলনের প্রবক্তা-** হাজী শরীয়তউল্লাহ।
- **হাজী শরীয়ত উল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন-** ফরিদপুর জেলায়।
- **ফরজ কাজ মেনে চলার জন্য মুসলমানদেরকে আহ্বান করেন-** হাজী শরীয়তউল্লাহ।
- **ফরায়েজী আন্দোলন একটি-** ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন।

হাজী শরিয়তউল্লাহ

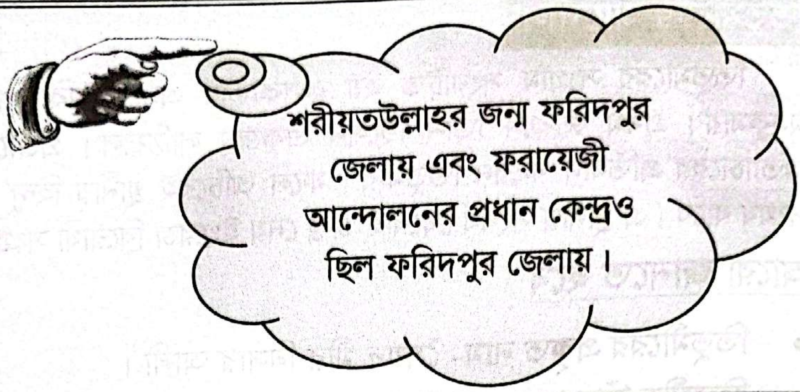

দুদু মিয়ার আন্দোলন

শরিয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র মুহসীন উদ্দীন ওরফে দুদু মিয়া তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ইংরেজদের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে তিনি যাননি। তিনি ফরায়েজী আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দেন।

আরো জানতে হবে

- **হাজী শরীয়তউল্লাহর পুত্রের নাম- দুদু মিয়া।**
- **দুদু মিয়ার আসল নাম- মুহাম্মদ মুহসীন উদ্দীন।**
- **ফরায়েজি আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপদান করেন- দুদু মিয়া।**
- **শরীয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন- দুদু মিয়া।**
- **ফরায়েজী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে- দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর।**

দুদু মিয়া

আমাদের –

ফেসবুক গ্রুপ – জোবায়ের'স **GK – Educational Group**

ফেসবুক পেজ – **Zubair's GK**

ইউটিউব চ্যানেল – **Zubair Ahmed GK**

ফেসবুক আইডি – **Zubair Ahmed**

নীল বিদ্রোহ

১৮৫৯ সালে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমায় এবং যশোর জেলায় নীল বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। আঠারো শতকের শেষ দিকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ঘটে। সেখানকার মিলগুলোতে সুতা ও কাপড় তৈরির জন্য নীলের চাহিদা বেড়ে যায়। নীল গাছের ফল থেকে নীল রং তৈরি হত। ইংরেজরা তাই এদেশে নীলের চাষ শুরু করে। জোর করে চাষীদের দিয়ে নীলের চাষ করাতো।

আরো জানতে হবে

- **নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়-** ১৮৫৯-১৮৬২ সাল পর্যন্ত (অবসান ঘটে ১৮৬২ সালে)।
- **'নীল কমিশন' গঠিত হয়-** ১৮৬১ সালে।
- **বাংলায় নীল চাষ অব্যাহত থাকে-** প্রায় ১০০ বছর।
- **নীল বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন-** রফিক মন্ডল, দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস।
- **নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী অবলম্বনে 'নীল দর্পণ' নাটক রচনা করেন-** দীনবন্ধু মিত্র।
- **নীল দর্পণ নাটকটি অনুবাদ করেন-** মাইকেল মধুসূদনের পৃষ্ঠপোষকতায় ইংরেজ পাদ্রী বেভারেজ।
- **ইংরেজি অনুবাদের নাম-** "The Indigo Planting Mirror by Native"
- **নীল বিদ্রোহের সাথে জড়িত পত্রিকা-** হিন্দু পেট্রিয়ট ও ইন্ডিয়ান ফিল্ড।
- **ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়-** আঠারো শতকের শেষের দিকে।

দীনবন্ধু মিত্র

নীল দর্পণ নাটক

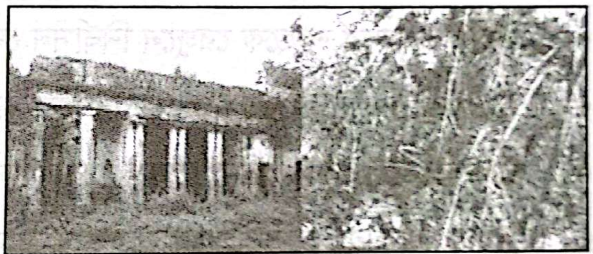

ঝিনাইদহের মহেশপুরে অবস্থিত পরিত্যাক্ত নীল কুঠি ও নীল গাছ

স্মৃতি বিজড়িত বাহাদুর শাহ পার্ক

১৮ শতকের শেষে আর্মেনীয়দের বিলিয়ার্ড ক্লাব ছিল এখানে। স্থানীয়রা বিলিয়ার্ডের গোল বল দেখে এখানকার নাম করে আন্ডা ঘর যা পরবর্তীতে আন্টাঘর নামে পরিচিত হয়। ১৮৫৮ সালে রানী ভিক্টোরিয়া ক্ষমতা গ্রহণের ঘোষণা এই পার্কে করা হয় বলে এর নামকরণ করা হয় ভিক্টোরিয়া পার্ক। ১৯৫৭ সালে বিদ্রোহের ১০০ বছর পূর্তিতে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাহাদুর শাহ পার্ক।

বাহাদুর শাহ পার্কে সিপাহী বিদ্রোহের বহু স্মৃতি নিদর্শন রয়েছে।

সিপাহী বিদ্রোহ

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামরিকসহ নানা কারণে সিপাহীদের মধ্যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষের দানা বাঁধতে থাকে। ১৮৫৭ সালে ব্যারাকপুরে সিপাহীরা প্রথম বিদ্রোহ করে। সিপাহীগণ দিল্লি অধিকার করে বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে। সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে এই আন্দোলন জোড়ালো হয়।

বিদ্রোহের সূচনা ঘটে ১৮৫৭ সালে ব্যারাকপুর সেনানিবাসে।

আরো জানতে হবে

- সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয়- ১৮৫৭ সালে।
- ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাড়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রথম বিদ্রোহ- সিপাহী বিদ্রোহ।
- সিপাহী বিদ্রোহ প্রথমে শুরু হয়- বঙ্গদেশের দমদমে এবং ব্যারাকপুরে।
- সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করায় ক্ষমতাচ্যুত হন- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।
- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে নির্বাসন দেয়া হয়- রেংগুনে।
- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেন- ব্রিটিশ সেনানায়ক মেজর হাডসন।
- 'Secretary of State for India' বলা হতো- ভারত শাসনের ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে।
- উপমহাদেশে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে- ১৮৫৮ সালে।
- ব্রিটিশ সরকার সরাসরিভাবে ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন- ১৮৫৮ সালে।
- ঢাকায় সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন- সিপাহী রজব আলী।
- সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শহিদ- মঙ্গল পান্ডে।

প্রথম শহিদ মঙ্গল পান্ডে

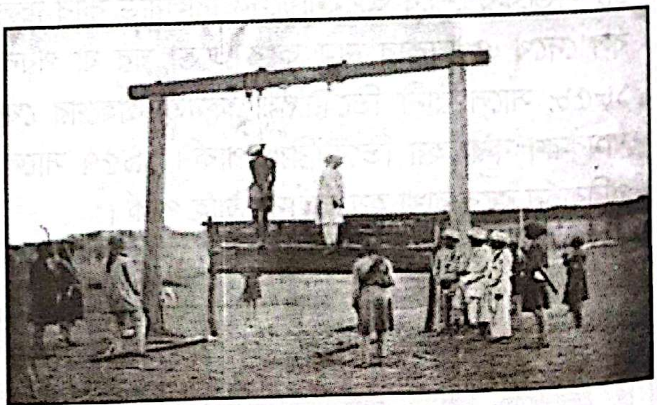

বিদ্রোহী সিপাহীদের ফাঁসির দৃশ্য

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রথম বিদ্রোহের নাম কী? [DU খ' ১০-১১/চবি 'E' ১৫-১৬]
ক. নীল বিদ্রোহ খ. ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ
গ. সিপাহী বিদ্রোহ ঘ. আগস্ট বিদ্রোহ

০২. তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী- [DU ঘ' ০৪-০৫]
ক. সুমিত্রা দেবী খ. তারামন বিবি গ. ইলা মিত্র ঘ. মহাশ্বেতা দেবী

০৩. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সম্পৃক্ত ছিলেন- [DU খ' ০০-০১, খ' ৯৭-৯৮]
ক. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে খ. তেভাগা আন্দোলনে
গ. ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে ঘ. সত্যাগ্রহ আন্দোলনে

০৪. ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রথম বিদ্রোহ- [DU খ' ১০-১১]
ক. ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ খ. নীল বিদ্রোহ
গ. আগস্ট (১৯৪২) বিদ্রোহ ঘ. সিপাহী বিদ্রোহ

০৫. ঢাকায় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিজড়িত স্থান? [DU খ' ০৭-০৮]
ক. রমনা পার্ক খ. ন্যাশনাল পার্ক
গ. গুলশান পার্ক ঘ. বাহাদুর শাহ পার্ক

বি সি এস

০৬. জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থি-এটি কার ঘোষণা? [14 BCS]
ক. তিতুমীর খ. ফকির মজনুশাহ গ. দুদুমিয়া ঘ.শরীয়ত উল্লাহ

০৭. বাংলায় ফরায়েজি আন্দোলনের উদ্যোক্তা কে ছিলেন? [21, 20, 15 BCS; DU ঘ' ০৩-০৪, ৯৭-৯৮]
ক. মাওলানা কেরামত আলী খ. শাহ ওলিউল্লাহ
গ. হাজী শরিয়ত উল্লাহ ঘ. পীর মুহসীন উদ্দিন

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

০৮. ফকির আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন? [প্রা বি প্রধান শিক্ষক-১০]
ক. সিরাজ শাহ খ. মোহসীন আলী গ. মজনু শাহ ঘ. জহির শাহ

০৯. ফরায়েজী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল- [রাবি-সমাজকর্ম, ০৮-০৯]
ক. ফরিদপুর খ. শরীয়তপুর গ. খুলনা ঘ. যশোর

১০. দুদু মিয়া কোন আন্দোলনের সাথে জড়িত? [তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক, গণযোগাযোগ প্রশিক্ষণ, ০১]
ক. তেভাগা খ. ফরায়েজী গ. স্বদেশী ঘ. ওয়াহাবি

উত্তরমালা

১. খ	২. গ	৩. ক	৪. ক	৫. ঘ	৬. গ	৭. গ	৮. গ
৯. ক	১০. খ						

CamScanner

১১. বাঁশের কেল্লাখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী কে? [পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সহকারী পরিচালক, ০৪]

ক. ফকির মজনু শাহ খ. দুদু মিয়া গ. তিতুমীর ঘ. মীর কাসিম

১২. তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা কোথায় অবস্থিত ছিল? [রাবি-ইতিহাস, ০৮-০৯]

ক. বারাসাত খ. নারিকেলবাড়িয়া

গ. চাঁদপুর ঘ. হায়দারপুর

১৩. উপমহাদেশের সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয় কোন সালে? [খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক-০৯]

ক. ১৭৫০ সালে খ. ১৭৫৭ সালে গ. ১৮৫০ সালে ঘ. ১৮৫৭ সালে

১৪. উপমহাদেশে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম কখন সংঘটিত হয়? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড উপ-সহকারী-১২]

ক. ১৮৫৭ সালে খ. ১৭৫৭ সালে গ.১৯৪৭ সালে ঘ. ১৮৪৭ সালে

১৫. বাংলাদেশে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়- [রাবি-সমাজকর্ম, ০৮-০৯]

ক. ১৮৫৮ সালে খ. ১৮৫৬ সালে গ. ১৮৬০ সালে ঘ. ১৮৬২ সালে

১৬. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে? [রাবি ইতিহাস, ০৭-০৮]

ক. ১৮৫৮ সালে খ. ১৮৮৫ সালে গ. ১৯০৬ সালে ঘ. ১৯০৯ সালে

১৭. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন- [রাবি-রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ০৮-০৯]

ক. জওহরলাল নেহেরু খ. মহাত্মা গান্ধী

গ. অক্টোভিয়ান হিউম ঘ. ইন্দিরা গান্ধী

১৮. ভারতে ক্যাবিনেট মিশন কখন এসেছিল? [প্রা বি প্রধান শিক্ষক-১২]

ক. ১৯৪০ সালে খ. ১৯৪২ সালে গ. ১৯৪৬ সালে ঘ. ১৯৪৭ সালে

১৯. খেলাফত আন্দোলনের খেলাফত বলতে বুঝায়- [জাহাবি 'C' ১৪-১৫]

ক. আব্বাসীয় খেলাফত খ. উমাইয়া খেলাফত

গ. চার খলিফার খেলাফত ঘ. তুরস্কের খেলাফত

২০. স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বিকাশ ঘটে- [জাহাবি 'C' ১৪-১৫]

ক. অস্ত্র শিল্পের খ. মৃৎশিল্পের গ. বস্ত্রশিল্পের ঘ. স্বদেশী ভাষার

২১. বাংলার গভর্নর ভারতের গভর্নর জেনারেল পরিণত হন- [জাহাবি 'C3' ১৪-১৫]

ক. ১৭৮৪ সালে পিটের ভারত শাসন আইনে

খ. ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্টে

গ. ১৮৩৩ সালের সনদ আইনে

ঘ. ১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনে

২২. গভর্নর জেনারেল পদটিকে ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করা হয়-

ক. ১৮৫৮ সালে খ. ১৯৩৫ সালে গ. ১৯১৯ সালে ঘ. ১৯০৯ সালে

উত্তরমালা

১১. গ	১২. খ	১৩. ঘ	১৪. ক	১৫. ঘ	১৬. খ	১৭. গ	১৮. গ
১৯. ঘ	২০. গ	২১. খ	২২. ক				

CamScanner

বাংলায় সমাজ, শিক্ষা সংস্কার ও সংস্কারক

ব্যক্তি	অবদান
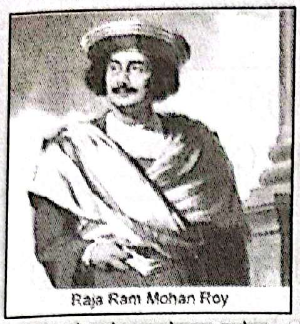 রাজা রামমোহন রায়	• ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার অগ্রদূত। • ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক পুরুষ। • হিন্দু কলেজ/প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮১৫)। • অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা (১৮২২)। • ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা (১৮২৮)। • সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ (১৮২৯)। • আত্মীয় সভা গঠন (১৮১৫)। • সতীদাহ প্রথার অযৌক্তিকতা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন- গোস্বামীর সহিত বিচার ও প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ • মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর কর্তৃক রাজা উপাধিগ্রহণ (১৮৩০)
 ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	• বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন (১৮৫৬)। • বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রথা রোধ। • ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিত ছিলেন (১৮৪৯) • সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন (১৮৫১)। • বিদ্যাসাগর উপাধী লাভ করেন- সংস্কৃত কলেজ থেকে (২০ বছর বয়সে)।
 হাজী মুহাম্মদ মুহসীন	• বিশিষ্ট দানবীর। • বাংলার হাতেম তাই বলে খ্যাত। • মুহসীন ট্রাস্ট গঠন। • হুগলী কলেজ ও হুগলী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা। • হুগলীতে ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা।
 নওয়াব আব্দুল লতিফ	• মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা (১৮৬৩)। • মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। • বাংলার 'সৈয়দ আহমদ' বলা হতো।
 সৈয়দ আমীর আলী	• 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা (১৮৭৭) • লন্ডনে ব্রিটিশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা • উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- ➢ The Spirit of Islam ➢ A Short History of the Saracens

স্যার সৈয়দ আহমদ

- মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা।
- আলীগড় আন্দোলনের প্রবক্তা।

এ. কে. ফজলুল হক

- কৃষক প্রজা পার্টি গঠন (১৯৩৬)।
- বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইন প্রণয়ন (১৯৩৮)।
- ঋণসালিশী আইন প্রণয়ন।
- অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন (১৯৩৮)।
- লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন (১৯৪০)।
- ইডেন গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠা।

কৃষক প্রজা পার্টি

- অন্যনাম- প্রজা পার্টি, কৃষক শ্রমিক পার্টি।
- প্রতীক- হুক্কা; স্লোগান- ডাল ভাত।
- ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের স্লোগান ছিল- "লাঙল যার, জমি তার", "ঘাম যার, দাম তার"।
- **১৯৩৭ সালে ফজলুল হকের নির্বাচনী এলাকা ছিল- পটুয়াখালী।**

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. 'মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' এর প্রতিষ্ঠাতা কে? [DU ঘ' ০৪-০৫]

ক. নওয়াব আবদুল লতিফ খ. হাজী মুহাম্মদ মুহসীন
গ. সৈয়দ আমির আলী ঘ. স্যার সলিমুল্লাহ

০২. ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা হলেন- [DU ঘ' ০২-০৩]

ক. রাজা রামমোহন রায় খ. কেশব চন্দ্র সেন
গ. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. স্বামী বিবেকানন্দ

০৩. আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন কে করেন? [DU ঘ' ৯৮-৯৯]

ক. রাজা রামমোহন রায় খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. স্যার সৈয়দ আহমদ ঘ. লর্ড মেকলে

০৪. বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে? [বাতিলকৃত 24 BCS]

ক. সৈয়দ আমীর আলী খ. নওয়াব আব্দুল লতিফ
গ. নওয়াব সলিমুল্লাহ ঘ. স্যার সৈয়দ আহমদ খান

০৫. বাংলা-ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ- [জাহাবি 'C' ১৪-১৫]

ক. চিত্তরঞ্জন দাস খ. রাজা শশাঙ্ক গ. অতীশ দীপঙ্কর ঘ. রামমোহন রায়

উত্তরমালা

১. ক	২. ক	৩. ঘ	৪. খ	৫. ঘ

বঙ্গভঙ্গ

ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বাংলা প্রদেশকে ভাগ করে দুইটি আলাদা প্রদেশ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। একজন গভর্নরের পক্ষে এত বড় প্রদেশ শাসন করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার ছিল। তাই লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর উত্তর ও পূর্ব বাংলাকে আসামের সাথে যুক্ত করে **'পূর্ববঙ্গ ও আসাম'** নামে এক নতুন প্রদেশ গঠন করেন। নতুন প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। নতুন প্রদেশের প্রথম ছোট লাট হলেন ব্যামফিল্ড ফুলার। অপরপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে অন্য প্রদেশ গঠিত হয়। বঙ্গভঙ্গের পেছনে অন্যতম রাজনৈতিক কারণ ছিল ঢাকাকে রাজধানী করে কলকাতা ভিত্তিক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে স্তিমিত করা।

আরো জানতে হবে

বাংলা এ পর্যন্ত বিভক্ত হয় ২ বার
✦ বঙ্গভঙ্গের ফলে ১৯০৫ সালে
✦ ভারত বিভাগের ফলে ১৯৪৭ সালে

- **বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়-** ১৯০৫ সালে।
- **বঙ্গভঙ্গ করেন-** লর্ড কার্জন।
- **বঙ্গভঙ্গের ফলে স্বার্থ সংরক্ষণ হয়-** মুসলমানদের।
- **বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট নতুন প্রদেশের রাজধানী ছিল-** ঢাকায়।
- **'রাখী বন্ধন' অনুষ্ঠানের সূচনা হয়-** বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে।
- **রাখী বন্ধনের সূচনা করেন-** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- **'আমার সোনার বাংলা' রচিত হয়-** বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে।
- **বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দুরা অসন্তুষ্ট হয়ে যে আন্দোলন শুরু করে-** স্বদেশী আন্দোলন।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গকে পৃথক করেন।

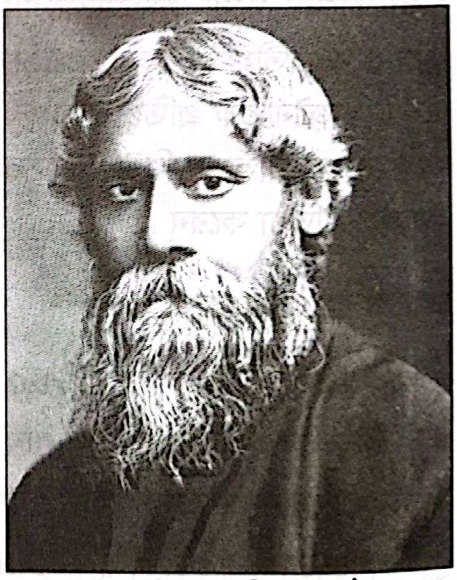

বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চালু করেন রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান এবং রচনা করেন "আমার সোনার বাংলা" গানটি

স্বদেশী আন্দোলন

মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করলেও হিন্দুরা সমর্থন করেনি। শিক্ষিত হিন্দুদের অনেকেই আশঙ্কা করেছিল যে, বঙ্গভঙ্গের ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং মুসলিমরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাভবান হবে। ফলে তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলনের একটি বিশেষ দিক ছিল বিদেশী পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী পণ্যের ব্যাপক প্রচলন। এ জন্য এ আন্দোলনকে স্বদেশী আন্দোলন বলা হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিত্ব

ক্ষুধিরাম বসু

প্রফুল্ল চাকী

মাস্টার দা সূর্যসেন

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

আরো জানতে হবে

- **স্বদেশী আন্দোলনের মূল কথা-** বিদেশী পণ্য বর্জন ও দেশী পণ্যের ব্যবহার।
- **স্বদেশী আন্দোলন গড়ে ওঠে-** ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে।
- **স্বদেশী আন্দোলনের মুখ্য প্রবক্তাগণ ছিলেন-** সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রয় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- **বরিশালের যে কবি স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন-** চারণ কবি মুকুন্দ দাস।
- **বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে 'পরো না রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী' গান গেয়ে জনগণের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে তীব্র আবেগ সৃষ্টি করেন-** কবি মুকুন্দ দাস।

ক্ষুধিরাম বসু

কলকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ব্রিটিশ **ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে** হত্যা প্রচেষ্টায় **১১ আগস্ট, ১৯০৮ মাত্র ১৮ বছর বয়সে ক্ষুধিরামকে ফাঁসি দেওয়া হয়।**

মাস্টার দা সূর্যসেন

চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহের মহানায়ক সূর্যসেন **১৮ এপ্রিল, ১৯৩০ চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন** করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দিন অন্যতম একটি পরিকল্পনা ছিল **পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব** আক্রমণ। সূর্যসেনকে ব্রিটিশরা গ্রেফতার করেন এবং **১২ জানুয়ারি, ১৯৩৪ চট্টগ্রামে** তাঁর ফাঁসি হয়।

প্রীতিলতা

সূর্যসেনের নির্দেশে তাঁরই শিষ্য প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার **১৯৩২ সালে পাহাড়তলীতে ইউরোপিয়ান ক্লাব** আক্রমণ করেন এবং **শহিদ হন।**

B TO B---13

নিখিল ভারত মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠা

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু বিক্ষোভ ভারতীয় মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় সর্ব ভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে নওয়াব সলিমুল্লাহ প্রস্তাব করেন যে 'নিখিল ভারত মুসলীম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ঐদিনই নিখিল ভারত মুসলীম লীগ গঠিত হয়।

আরো জানতে হবে

- **বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল-** মুসলিম লীগ।
- **মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়-** ১৯০৬ সালে।
- **মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা-** নবাব সলিমুল্লাহ।
- **মুসলিম লীগের প্রকৃত নাম ছিল-** নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।
- **মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়-** ঢাকার শাহবাগে।
- **মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশন হয়-** ঢাকায়।
- **মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন-** নবাব ভিকারুলমূলক।
- **মুসলিম লীগের বড় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়-** ১৯১২ সালে।
- **মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগে যোগদান করেন-** ১৯১৩ সালে।
- **মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবি করা হয়-** মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে।

বঙ্গভঙ্গ রদ

কংগ্রেস ও শিক্ষিত হিন্দুদের প্রবল চাপে এবং স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতায় ব্রিটিশ সরকার নতি স্বীকার করে। ১৯১১ সালের দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন। ১৯১২ সালের ১ জানুয়ারি দুই বাংলাকে আবার যুক্ত করা হয়।

আরো জানতে হবে

লর্ড হার্ডিঞ্জ

- **বঙ্গভঙ্গ রদ করেন-** লর্ড হার্ডিঞ্জ।
- **বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়-** ১৯১১ সালে।
- **বঙ্গভঙ্গ রদকালীন ব্রিটিশ রাজা ছিলেন-** পঞ্চম জর্জ।
- **বঙ্গভঙ্গ রদের প্রেক্ষিতে খুশি হন-** হিন্দুরা।
- **বঙ্গভঙ্গ রদের প্রেক্ষিতে অসন্তুষ্ট হন-** মুসলমানেরা।
- **বঙ্গভঙ্গ রদের প্রেক্ষিতে মুসলমানদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঘোষণা দেওয়া হয়-** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার।
- **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে কমিশন গঠন করা হয়-** নাথান কমিশন।
- **নাথান কমিশন গঠনের সাথে জড়িত ছিলেন-** লর্ড হার্ডিঞ্জ।
- **নাথান কমিশন গঠন করা হয়-** ১৯১২ সালে।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি

- **পরিচয়-** হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির প্রথম চুক্তি।
- **স্বাক্ষর-** ১৯১৬।
- **চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী-** এ কে ফজলুল হক ও মতিলাল নেহেরু।
- **পক্ষদ্বয়-** কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ।

খিলাফত আন্দোলন

রাসুলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর যাঁরা তাঁর প্রতিনিধি হন তাঁদের বলা হয় খলিফা। খলিফাগণ যে পদ অলংকৃত করতেন তার নাম খিলাফত। ১৫১৭ সাল থেকে সুলতানের ওপর খিলাফত বর্তায় তখন থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত যিনি তুরস্কের সুলতান হতেন তিনি মুসলিম খলিফা হিসেবেও সম্মান পেতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ব্রিটিশ বিরোধী শিবিরে যোগ দেয়। এতে ভারতের মুসলমানগণ পড়ে মহাফাঁপড়ে। এক দিকে তারা ছিল ব্রিটিশ সরকারের অনুগত প্রজা। অপরদিকে তুরস্কের সুলতান ছিলেন তাদের খলিফা। ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের আশ্বাস দেয় যে, তুরস্কের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। সরল বিশ্বাসে মুসলমানগণ ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন জোগায়। ব্রিটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে তুর্কি সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা এবং খিলাফতের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ১৯১৯ সালে মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, আবুল কালাম আজাদসহ প্রমুখ ইসলামিক নেতারা যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তাই খিলাফত আন্দোলন।

আরো জানতে হবে

- **খেলাফত আন্দোলনের সূচনা ঘটে-** ১৯১৯ সালে।
- **নেতৃত্ব দেন-** মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, আবুল কালাম আজাদ।
- **তুরস্কে খেলাফতের অবসান ঘটে-** ১৯২৪ সালে
- **তুরস্কের খেলাফতের অবসান ঘটান-** কামাল আতাতুর্ক।
- **খেলাফত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে-** তুরস্কের খেলাফতের অবসান ঘটলে।

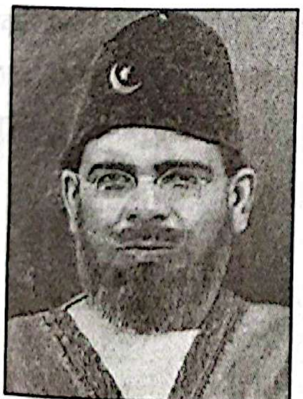
মাওলানা মোহাম্মদ আলী

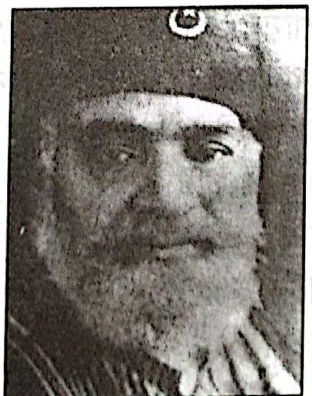
মাওলানা শওকত আলী

আবুল কালাম আজাদ

অসহযোগ আন্দোলন

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৯২০ সালে গান্ধীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকারকে অসহযোগিতা করার যে আন্দোলন শুরু হয় তাই অসহযোগ আন্দোলন। এ আন্দোলনের মূল কথা হল ভারতীয় ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা না করে অসহযোগের মাধ্যমে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে সরকারকে দাবি মেনে নিতে বাধ্য করা। কিন্তু উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা নামক গ্রামে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে উত্তেজিত জনতা থানায় আগুন দিয়ে ২২ জন পুলিশকে পুড়িয়ে মারে। আন্দোলন অহিংস থাকছে না বলে গান্ধি ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেন।

আরো জানতে হবে

- মহাত্মা গান্ধী ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে- ১৯১৭ সালে।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়- ১৯১৯ সালে।
- রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে।
- অসহযোগ আন্দোলন সূচনা হয়- ১৯২০ সালে (রাউলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে)।
- অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক- মহাত্মা গান্ধী।
- অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করা হয়- ১৯২২ সালে (উত্তর প্রদেশে চৌরিচৌরা নামক গ্রামে)।
- অসহযোগ আন্দোলনের সময়কাল ছিল- ১৯২০-১৯২২ সাল।
- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন একসাথে পরিচালিত হয়- ১৯২০ সালে।
- ১৯৪৬ সালে জাতিগত সংঘাতের (হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা) প্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধী বাংলাদেশের যে স্থানে আসেন- বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
- গান্ধী আশ্রম নির্মিত হয়- বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী (১৯৪৭ সালে)।

ভারত শাসন আইন-১৯১৯

১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনের পর থেকে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস দায়িত্বশীল শাসন কায়েমের ওপর জোরালো দাবি জানায়। ফলে ১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড ভারত শাসন সংস্কার আইন প্রণয়ন করেন। এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য -

- ➤ দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা সৃষ্টি
- ➤ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
- ➤ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন
- ➤ পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু

স্বরাজ পার্টি

কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা করলে কংগ্রেস নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহেরু চায় এ আন্দোলন চালিয়ে যেতে। এরই প্রেক্ষিতে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কংগ্রেসের একাংশ স্বরাজ পার্টি গঠন করে।

চিত্তরঞ্জন দাশ

- স্বরাজ পার্টির পূর্ণনাম- কংগ্রেস খিলাফত স্বরাজ্য পার্টি।
- গঠিত হয়- ১৯২২ সালে।
- স্বরাজ শব্দের অর্থ- স্বাধীনতা বা নিজের শাসন ব্যবস্থা।
- প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি- চিত্তরঞ্জন দাশ (সি আর দাশ)

বেঙ্গল প্যাক্ট

বাংলার হিন্দু-মুসলমান সমস্যা দূর করতে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে ১৯২৩ সালে বাংলার মুসলমানদের সাথে একটি সমঝোতার পৌঁছান এ সমঝোতা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বা 'বাংলা চুক্তি' নামে পরিচিত এটি 'সি আর দাস ফর্মুলা' নামেও পরিচিত

- স্বাক্ষরিত হয়- ১৯২৩ সালে
- পক্ষ- স্বরাজ পার্টি ও মুসলমানদের একাংশ
- বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি হয়- চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে

দেশবন্ধুকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ও জ্যোতিষ্কদের রচনা

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন "এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাই তুমি করে গেলে দান।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে শোকাহত কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর "চিত্তনামা" কাব্যগ্রন্থটি দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে উৎসর্গ করেন

কাজী নজরুল ইসলাম

জীবনানন্দ দাশ

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে তাঁকে নিয়ে জীবনানন্দ দাশ লেখেন তাঁর অমর কবিতা "দেশবন্ধুর প্রয়াণে"।

স্বরাজ পার্টি

কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা করলে কংগ্রেস নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহেরু চায় এ আন্দোলন চালিয়ে যেতে। এরই প্রেক্ষিতে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কংগ্রেসের একাংশ স্বরাজ পার্টি গঠন করে।

চিত্তরঞ্জন দাশ

- **স্বরাজ পার্টির পূর্ণনাম-** কংগ্রেস খিলাফত স্বরাজ্য পার্টি।
- **গঠিত হয়-** ১৯২২ সালে।
- **স্বরাজ শব্দের অর্থ-** স্বাধীনতা বা নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা।
- **প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-** চিত্তরঞ্জন দাশ (সি আর দাশ)।

বেঙ্গল প্যাক্ট

বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা দূর করতে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে ১৯২৩ সালে বাংলার মুসলমানদের সাথে একটি সমঝোতায় পৌছান। এ সমঝোতা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বা 'বাংলা চুক্তি' নামে পরিচিত। এটি 'সি আর দাস ফর্মুলা' নামেও পরিচিত।

- **স্বাক্ষরিত হয়-** ১৯২৩ সালে।
- **পক্ষ-** স্বরাজ পার্টি ও মুসলমানদের একাংশ।
- **বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি হয়-** চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে।

দেশবন্ধুকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ৩ মোড়লের রচনা

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন "এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাই তুমি করে গেলে দান।"

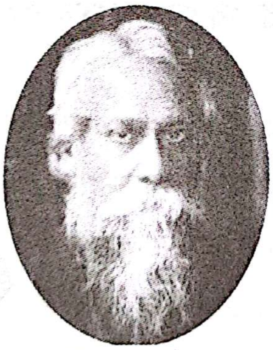

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে শোকাহত কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর "চিত্তনামা" কাব্যগ্রন্থটি দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে উৎসর্গ করেন।

কাজী নজরুল ইসলাম

জীবনানন্দ দাশ

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে তাঁকে নিয়ে জীবনানন্দ দাশ লেখেন তাঁর অমর কবিতা "দেশবন্ধুর প্রয়াণে"।

CamScanner

ভারত শাসন আইন-১৯৩৫

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে নি। শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল-

- ➢ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রবর্তনের পরিকল্পনা
- ➢ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
- ➢ দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা
- ➢ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা
- ➢ নতুন প্রদেশ সৃষ্টি
- ➢ মায়ানমারকে ভারতবর্ষ হতে পৃথকীকরণ

প্রাদেশিক নির্বাচন-১৯৩৭

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ১৯৩৭ সালে কার্যকরী হয়। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান তিনটি দল যথা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টি অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচনে কোন একক রাজনৈতিক দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

আরো জানতে হবে

- **ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়-** ১৯৩৭ সালে।
- **১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনের পর কোয়ালিশন করে সরকার গঠন করে-** মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি।
- **১৯৩৬ সালে নবগঠিত কৃষক প্রজা পার্টির প্রথম সভাপতি-** এ.কে ফজলুল হক।
- **১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ফজলুল হকের নির্বাচনী প্রতীক ছিল-** হুক্কা।
- **অবিভক্ত বাংলার প্রথম মূখ্যমন্ত্রী-** এ.কে ফজলুল হক।
- **উপমহাদেশের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করে-** ১৯৩৭ সালের প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচনে।
- **ফজলুল হকের মন্ত্রীসভার উল্লেখযোগ্য কাজ-**
  - ➢ ঋণ সালিসী বোর্ড গঠন
  - ➢ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ
  - ➢ ঢাকায় কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা
  - ➢ বরিশালে চাখার কলেজ প্রতিষ্ঠা
  - ➢ ঢাকায় ইডেন গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠা

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে ফজলুল হকের নির্বাচনী প্রতীক ছিল হুক্কা।

CamScanner

দ্বি-জাতিতত্ত্ব

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ হিন্দু ও মুসলমানদেরকে আলাদা জাতিসত্তা হিসেবে ঘোষণা করে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনের যে প্রস্তাব আনেন তাই দ্বি-জাতিতত্ত্ব।

- **প্রবক্তা-** মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- **ঘোষণা করা হয়-** ১৯৩৯ সালে।
- **মূল কথা-** হিন্দু মুসলমান আলাদা জাতিসত্তা।

লাহোর প্রস্তাব

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের এক বিশেষ অধিবেশনে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন বাংলার কৃতী সন্তান শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক। এ প্রস্তাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যেসব স্থানে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব অঞ্চলে মুসলমানদের জন্য স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

- **ঘোষণা করা হয়-** ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ।
- **ঘোষণা করেন-** এ. কে. ফজলুল হক।
- **লাহোর প্রস্তাব অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন-** মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- **স্বতন্ত্র বাংলাদেশের বীজ লুকায়িত ছিল-** লাহোর প্রস্তাবে।

'শের-ই-বঙ্গাল' উপাধি:

১৯৪০ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে ফজলুল হকের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে পাঞ্জাববাসী তাঁকে **শের-ই-বঙ্গাল** (বাংলার বাঘ) উপাধি প্রদান করে।

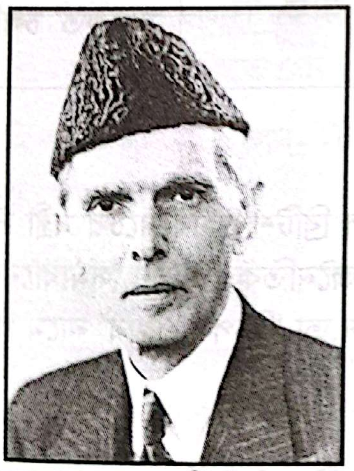

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

১৯৩৯ সালে জিন্নাহ হিন্দু ও মুসলমান দুটি আলাদা জাতিসত্তা নিয়ে হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান ও মুসলমানদের জন্য পাকিস্থান দুটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন যা ইতিহাসে দ্বি-জাতিতত্ত্ব নামে পরিচিত

এ. কে. ফজলুল হক

বাংলার তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন নেতা এ.কে. ফজলুল হক মুসলমানদের জন্য পৃথক দুটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন যা লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত

পঞ্চাশের মন্বন্তর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা বার্মা দখল করলে বার্মা থেকে বাংলায় চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। এসময় বাংলার খাদ্য শস্য ক্রয় করে বাংলার বাহিরে যুদ্ধরত সৈন্যদের রসদ হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। খাদ্য সংকটকালে অসাধু, লোভী ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা খাদ্য গুদামজাত করে। এছাড়া অনাবৃষ্টির ফলে বাংলার খাদ্য উৎপাদনও হ্রাস পায়। ফলে ১৯৪৩ সালে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। এ দুর্ভিক্ষে আনুমানিক ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। বাংলা ১৩৫০ সালে সংঘটিত এই দুর্ভিক্ষ **'পঞ্চাশের মন্বন্তর'** নামে পরিচিত।

আরো জানতে হবে

- **পঞ্চাশের মন্বন্তর হয় বাংলা-** ১৩৫০ সালে (ইংরেজি ১৯৪৩ সাল)।
- **পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রেক্ষিতে রচিত নাটক-** নেমেসিস (**রচয়িতা-** নুরুল মোমেন)।
- **পঞ্চাশের মন্বন্তর ছবি এঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন-** জয়নুল আবেদিন।
- **ম্যাডোনা-৪৩ এর প্রেক্ষাপট-** পঞ্চাশের মন্বন্তর (**চিত্রকর-** জয়নুল আবেদিন)।

অশনি সংকেত (উপন্যাস)		অশনি সংকেত (চলচ্চিত্র)	
	পঞ্চাশের মন্বন্তরের জনজীবনকে উপজীব্য করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন 'অশনি সংকেত' উপন্যাস।		'অশনি সংকেত' উপন্যাসকে অবলম্বন করে সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেন 'অশনি সংকেত' চলচ্চিত্র।

ক্রিপস মিশন/প্রস্তাব

২২ মার্চ, ১৯৪২ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ব্রিটিশ কেবিনেটের মন্ত্রী স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে উপমহাদেশে প্রেরণ করেন। তিনি রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে যে কয়টি প্রস্তাব করেন তা 'ক্রিপস প্রস্তাব' নামে খ্যাত।

ভারত ছাড় আন্দোলন

- **ভারতে রাজনৈতিক সংকট নিরসনে 'ক্রিপস মিশন' ব্যর্থ হলে শুরু হয়-** ভারত ছাড় আন্দোলন (Quit India Movement)।
- **ভারত ছাড় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন-** মহাত্মা গান্ধী।
- **মহাত্মা গান্ধী আন্দোলনের ডাক দেন-** ৮ আগস্ট, ১৯৪২।
- **ভারত ছাড় আন্দোলন অন্য যে নামে পরিচিত-** আগস্ট বিদ্রোহ নামে।

তেভাগা আন্দোলন

কৃষিনির্ভর ভারতবর্ষে বেশিরভাগ কৃষক ছিল ভূমিহীন। যার ফলে তারা জমিদারদের কাছ থেকে জমি বর্গা নিয়ে চাষ করত। চাষাবাদ শেষে উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দু'ভাগই দিতে হতো জমির মালিক তথা জমিদারদের। আর একভাগ পেত বর্গাচাষী। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪৬-৪৭ সালে 'মোট উৎপাদন ফসলের তিনভাগের দুইভাগ পাবে চাষী, একভাগ পাবে জমির মালিক এই দাবি থেকেই আন্দোলনের নাম হয়ে উঠে **'তেভাগা আন্দোলন'**। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- **হাজী মোহাম্মদ দানেশ** ও **ইলা মিত্র**।

ইলা মিত্র

আরো জানতে হবে

- **তেভাগা শব্দের আভিধানিক অর্থ-** ফসলের তিন অংশ।
- **তেভাগা আন্দোলনের অন্যনাম-** 'নাচোল বিদ্রোহ' বা 'নাচোলের কৃষক আন্দোলন'।
- **আন্দোলনে অংশ নেয়-** জমির বর্গা চাষীরা।
- **তেভাগা আন্দোলনের জনক বলা হয়-** হাজী মোহাম্মদ দানেশকে।
- **আন্দোলনে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলের কৃষকদের নেতৃত্বে ছিলেন-** কৃষক নেত্রী ইলা মিত্র।
- **তেভাগা আন্দোলনকেন্দ্রিক উপন্যাস-** নাঢ়াই (রচয়িতা- শওকত আলী)।
- **ইলামিত্রকে নিয়ে সেলিনা হোসেনের রচিত উপন্যাস-** কাঁটাতারে প্রজাপতি।

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা

১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ প্রধামন্ত্রী এটলি ভারতের রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য তাঁর মন্ত্রীসভার ৩ সদস্যকে ভারতে প্রেরণ করেন যা মন্ত্রী মিশন নামে পরিচিত।

- **মন্ত্রী মিশনের সদস্য ছিলেন-** স্টাফোর্ড ক্রিপস, লর্ড পেথিক লরেন্স এবং লর্ড এ ভি আলেকজান্ডার।

অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী

- **অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী-** এ. কে. ফজলুল হক (১৯৩৭-১৯৪৩)
- **অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী-** খাজা নাজিমউদ্দীন (১৯৪৩-১৯৪৬)
- **অবিভক্ত বাংলার তৃতীয় মুখ্যমন্ত্রী-** হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী (১৯৪৬-১৯৪৭)

উল্লেখ্য, অবিভক্ত বাংলার শেষ গভর্নর ছিলেন ফ্রেডরিক জন বারোজ।

CamScanner

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. মাস্টারদা সূর্য সেন যে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন- [DU খ' ২২-২৩]
ক. স্বদেশি খ. তেভাগা গ. টংক ঘ. ভারতছাড়

০২. ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় ভাইসরয় কে ছিলেন? [DU 'ঘ' ১৯-২০]
ক. লর্ড ক্লাইভ খ. লর্ড কর্ণওয়ালিশ গ. লর্ড কার্জন ঘ. লর্ড মাউন্টব্যাটেন

০৩. অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী/প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? [DU ঘ' ১৭-১৮, DU ঘ' ০৭-০৮]
ক. হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী খ. এ. কে. ফজলুল হক
গ. বিধান চন্দ্র রায় ঘ. খাজা নাজিমউদ্দীন

০৪. ব্রিটিশ শাসনামলে কোন সালে ঢাকাকে প্রাদেশিক রাজধানী করা হয়? [DU 'ঘ' ০৩-০৪]
ক. ১৭৫৭ সালে খ. ১৯০৫ সালে গ. ১৮৭৫ সালে ঘ. ১৯১১ সালে

০৫. লর্ড কার্জন কবে 'কার্জন হল' প্রতিষ্ঠা করেন? [DU 'ঘ' ১৪-১৫]
ক. ১৯০৬ সালে খ. ১৯০৪ সালে গ. ১৯১৪ সালে ঘ. ওপরের কোনটিই নয়

০৬. ১৯৪৭ সালের সীমানা কমিশন যে নামে পরিচিত- [DU 'ঘ' ০৮-০৯]
ক. র‍্যাডক্লিফ কমিশন খ. সাইমন কমিশন
গ. লরেন্স কমিশন ঘ. ম্যাকডোনাল্ড কমিশন

০৭. আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক 'ছয় দফা'-র প্রথম দফা- [DU খ' ১০-১১]
ক. রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা খ. ধর্মনিরপেক্ষতা
গ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ঘ. স্বতন্ত্র মুদ্রা

০৮. মহাত্মা গান্ধী বাংলাদেশের কোন জেলায় সফর করেছিলেন? [DU খ' ০৪-০৫]
ক. নোয়াখালী খ. বরিশাল গ. ঢাকা ঘ. খুলনা

০৯. বাংলায় 'ঋণ সালিশি আইন' কার আমলে প্রণীত হয়? [DU ঘ, ০৪-০৫]
ক. এ. কে. ফজলুল হক খ. এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী
গ. খাজা নাজিম উদ্দীন ঘ. নুরুল আমিন

১০. অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? [DU খ' ১৫-১৬/পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক-১১]
ক. খাজা নাজিমউদ্দীন খ. এ. কে. ফজলুল হক
গ. আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঘ. হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী

বি সি এস

১১. 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয়- (45 BCS)
ক. ১৯১৭ সালে খ. ১৯২৭ সালে গ. ১৯৩৭ সালে ঘ. ১৯৪২ সালে

১২. বঙ্গভঙ্গের কারণে কোন নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল? (44 BCS)
ক. পূর্ববঙ্গ ও বিহার খ. পূর্ববঙ্গ ও আসাম
গ. পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যা ঘ. পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ

১৩. বঙ্গভঙ্গের ফলে কোন নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল? (42 BCS)
ক. পূর্ববঙ্গ খ. পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা গ. পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ ঘ. পূর্ববঙ্গ ও আসাম

১৪. বঙ্গভঙ্গ রদ কে ঘোষণা করেন? (41 BCS)
ক. লর্ড কার্জন খ. রাজা পঞ্চম জর্জ গ. লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ঘ. লর্ড ওয়াভেল

১৫. বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কোন সালে? [39 BCS, বাতিলকৃত 24 BCS/DU খ' ৯৯-০০]
ক. ১৯০৫ সালে খ. ১৯১৬ সালে গ. ১৯২৩ সালে ঘ. ১৯১১ সালে

উত্তরমালা

১. ক	২. গ	৩. খ	৪. খ	৫. খ	৬. ক	৭. গ	৮. ক
৯. ক	১০. ঘ	১১. ঘ	১২. খ	১৩. ঘ	১৪. খ	১৫. ঘ	

CamScanner

১৬. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনকালে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন- [37 BCS]
ক. লর্ড রিপন খ. লর্ড কার্জন গ. লর্ড মিন্টো ঘ. লর্ড হার্ডিঞ্জ

১৭. ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের ভাইসরয় বা গর্ভনর জেনারেল কে ছিলেন? [29 BCS]
ক. লর্ড মিন্টো খ. লর্ড চেমসফোর্ড গ. লর্ড কার্জন ঘ. লর্ড মাউন্টব্যাটেন

১৮. ১৯০৫ সালে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর কে ছিলেন? [15 BCS]
ক. ব্যামফিল্ড ফুলার খ. লর্ড মিন্টো
গ. লর্ড কার্জন ঘ. ওয়ারেন হেস্টিংস

১৯. ৬-দফা দাবি কোথায় উত্থাপিত হয়- [30 BCS]
ক. ঢাকা খ. লাহোর গ. দিল্লি ঘ. চট্টগ্রাম

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা

২০. ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় বা বড়লাট বা গভর্নর জেনালের কে ছিলেন? [29 BCS/MC 14-15]
ক. লর্ড ওয়াভেল খ. লর্ড কার্জন
গ. লর্ড বেন্টিক ঘ. লর্ড মাউন্টব্যাটেন

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

২১. ১৯০৫ সাল কোন ঘটনার সাথে জড়িত/বঙ্গভঙ্গের বছর কোনটি? [জাহাবি 'C3' ১৫-১৬]
ক. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা খ. বঙ্গভঙ্গ
গ. গান্ধী হত্যা ঘ. ভারত বিভক্তি

২২. বঙ্গভঙ্গের কারণে কোন নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল? [রাবি সমাজকর্ম, ০৪-০৫]
ক. পূর্ব বাংলা ও বিহার খ. পূর্ববঙ্গ ও আসাম গ. পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যা ঘ. পূর্ববঙ্গ

২৩. ১৯০৫ সালের ঢাকা যে নতুন প্রদেশটির রাজধানী হয়েছিল, সে প্রদেশটির নাম কি? [জাবি, ০৭-০৮]
ক. পূর্ব পাকিস্তান খ. পূর্ববঙ্গ ও আসাম গ. বঙ্গপ্রদেশ ঘ. পূর্ববঙ্গ

২৪. কার সময়ে বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হয়? [চবি-খ, ০৬-০৭]
ক. লর্ড কর্ণওয়ালিশ খ. লর্ড ক্লাইভ
গ. লর্ড কার্জন ঘ. লর্ড মাউন্টব্যাটেন

২৫. বঙ্গভঙ্গের সময় পরিচালিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতা ছিলেন- [জাহাবি 'C3' ১৫-১৬]
ক. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খ. বিপিন চন্দ্র পাল
গ. অরবিন্দু ঘোষ ঘ. পুলিনবিহারী দাস

২৬. পূর্ব বাংলার ও আসামের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর কে ছিলেন? [স. মা. বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ৯৭]
ক. ফুলার খ. কার্জন গ. মিন্টো ঘ. হেস্টিংস

২৭. বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশি আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন- [যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, ৯৪]
ক. বল্লভভাই প্যাটেল খ. অরবিন্দ ঘোষ
গ. হাজী শরীয়ত উল্লাহ ঘ. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮. বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে বাংলার মুসলমানদের সংগঠিত করেছিলেন- [জাহাবি 'C3' ১৫-১৬]
ক. সৈয়দ আমীর আলী খ. নওয়াব আবদুল লতিফ
গ. নবাব সলিমুল্লাহ ঘ. ব্যারিস্টার আবদুর রসুল

উত্তরমালা

১৬. খ	১৭. গ	১৮. ক	১৯. খ	২০. ঘ	২১. খ	২২. খ	২৩. খ
২৪. গ	২৫. ক	২৬. ক	২৭. ঘ	২৮. গ			

২৯. কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতা ছিলেন- [জাবি-মানবিক, ০৫-০৬]

ক. হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী
খ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ. এ কে ফজলুল হক
ঘ. মাওলানা ভাসানী

৩০. কোন ব্রিটিশ শাসকের সময়ে ভারত উপমহাদেশ স্বাধীন হয়? [জবি-খ, ০৫-০৬]

ক. লর্ড মাউন্টব্যাটেন
খ. লর্ড কর্ণওয়ালিস
গ. লর্ড বেন্টিঙ্ক
ঘ. লর্ড ডালহৌসি

৩১. ভারত বিভক্তের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? [টেলিফোন বোর্ডের সহকারী পরিচালক, ৯৫]

ক. এটলি
খ. চার্চিল
গ. ডিজরেইলি
ঘ. গ্লাডস্টোন

৩২. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়- [জবি খ, ০৫-০৬/দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক, ০৪]

ক. ১৯০৫ সালে
খ. ১৯০৬ সালে
গ. ১৯১০ সালে
ঘ. ১৯১১ সালে

৩৩. নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় কোন শহরে- [রাবি-ইতিহাস বিভাগ ০৭-০৮/জবি-ঘ, ০৬-০৭]

ক. ফরিদপুর
খ. ঢাকায়
গ. করাচিতে
ঘ. কলকাতায়

৩৪. যে ইংরেজকে হত্যার অভিযোগে ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দেয়া হয় তার নাম- [রাবি-ইতিহাস বিভাগ, ০৮-০৯]

ক. কিংসফোর্ড
খ. লর্ড হার্ডিঞ্জ
গ. হাডসন
ঘ. সিম্পসন

৩৫. মাস্টারদা' সূর্যসেনের ফাঁসি কার্যকর হয়েছিল? [চবি-ঘ, ০৯-১০]

ক. মেদিনীপুরে
খ. ব্যারাকপুরে
গ. চট্টগ্রামে
ঘ. আন্দামানে

৩৬. নিচের কে ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন? [স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য সহকারী, ১০]

ক. জওহরলাল নেহেরু
খ. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
গ. মহাত্মা গান্ধী
ঘ. মাওলানা আব্দুল লতিফ

৩৭. খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা- [রাবি-ইতিহাস, ০৮-০৯]

ক. খাজা নাজিমউদ্দীন
খ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ. মাওলানা মোহাম্মদ আলী
ঘ. এ. কে. ফজলুল হক

৩৮. অসহযোগ এবং খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত স্মরণীয় নায়ক কে? [খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শক, ৯৬]

ক. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
খ. মাওলানা মোহাম্মদ আলী
গ. আগা খান
ঘ. আবদুর রহিম

৩৯. ১৯০৫ ও ১৯২৩ সালে দুটি আমাদের জাতীয় জীবনের কোন দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত? [জাহাবি-বাংলা বিভাগ, ০৯-১০]

ক. বঙ্গভঙ্গ, বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তি সম্পাদিত হয়
খ. খেলাফত আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন
গ. বঙ্গভঙ্গ রদ, গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন
ঘ. গান্ধীর ভারত আগমন, বিপ্লবী আন্দোলন

৪০. মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন হয়? [জাহাবি 'C3' ১৫-১৬]

ক. ১৯০৯ সালে
খ. ১৯১৬ সালে
গ. ১৯১৯ সালে
ঘ. ১৯৩০ সালে

উত্তরমালা

২৯. গ	৩০. ক	৩১. ক	৩২. খ	৩৩. খ	৩৪. ক	৩৫. গ	৩৬. গ
৩৭. গ	৩৮. খ	৩৯. ক	৪০. গ				